করিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ও মৎস্যকেকয়সৃঞ্জয়গণ শিশুপালকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র উদ্যত করিয়া উঠিল। শিশুপালও কৃষ্ণপক্ষীয়গণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইল। শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া স্বীয় পক্ষীয় রাজগণকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং চক্র দ্বারা আক্রমণোদ্যত শিশুপালের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহা কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল, শিশুপালের অনুচর রাজগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। তখন,

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা ॥ ১০।৭৪।৪৫

—আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় শিশুপালের দেহ হইতে উত্থিত জ্যোতি সর্ব্বজনসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিতে প্রবেশ করিল।

যুধিষ্ঠির যজ্ঞশেষে ঋত্বিক ও সদস্যগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া অবভৃথ স্নানাদি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও কয়েকমাস ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন, পরে যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার অনুমতি লইয়া ভার্য্যা ও অমাত্যগণ সহ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।—রাজন্, বিপ্রশাপে সেই বৈকুণ্ঠবাসী-দ্বয়ের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম (৪১-৪২ ও ৮৯-৯০ পৃঃ দেখুন)। পাণ্ডুসুতগণের প্রতি অসূয়া-পরবশ কুরুকুলের ব্যাধিস্বরূপ দুর্য্যোধন ছাড়া অপর সকলেই সুখী হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলেই হৃষ্ট হইয়াছিলেন, বলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন কেন দুঃখিত হইলেন, শুনিতে ইচ্ছা করি। শুকদেব বলিলেন, রাজন্, তোমার পিতামহের ঐ মহাযজ্ঞে সকল বান্ধব, এমন কি দুর্য্যোধনাদিও প্রেমে বদ্ধ হইয়া যজ্ঞের সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভীম রন্ধনশালায়, সহদেব সমাগত ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনায়, নকুল দ্রব্যসামগ্রী আয়োজনে, অর্জ্জুন সকলের শুশ্রূষায়, শ্রীকৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালনে, দ্রৌপদী অন্ন পরিবেশনে, দুর্য্যোধন ধনাধ্যক্ষতায় এবং কর্ণ দানকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদুর যুযুধান বিকর্ণ ভূরিশ্রবা বিভিন্ন কার্য্যের ভার

লইয়াছিলেন। চেদিরাজ শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন গীত, বাদ্য, সৈন্য, রাজগণ, ঋষি, ঋত্বিক, এবং অন্যান্য দ্বিজ ও স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণে দ্রৌপদীসহ আচমনান্তর গঙ্গায় স্নান করিলেন। বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত পুরুষ ও স্ত্রী তৈল হরিদ্রা আর্দ্র কুঙ্কুমাদি দ্বারা পরস্পরকে অভিষিক্ত করিলেন। আর্দ্রবসন-পরিহিতা স্খলিত-কবরী কুলস্ত্রীগণ দেবর ও সখিগণকে জলক্ষেপ করিতে লাগিল, বারাঙ্গনাগণও অনুলিপ্ত হইয়া এবং পুরুষগণকে অনুলিপ্ত করিয়া বিহার করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন।—ইতিমধ্যে একদিন দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজসূয়লব্ধ তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিতান্ত পরিতপ্ত হইল। দুর্য্যোধন ময়দানব-রচিত সভামণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণ ও অনুজবান্ধবগণ পরিবৃত, বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, সার্ব্বভৌমসম্পদে সেবিত, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইল। ভ্রাতৃগণ সহ অভিমানদৃপ্ত দুর্য্যোধন তখন রোষে অসিক্ষেপ করিতে করিতে সভামধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া মায়া-বিমোহিত হইয়া জলভ্রমে অধোবস্ত্র উত্তোলন করিল, কিন্তু সহসা স্থলে পতিত হইল। পুনরায় স্থলভ্রান্তিতে জলে পতিত হইল। দুর্য্যোধনের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও, কৃষ্ণের অনুমোদনে, ভীমসেন ও উপস্থিত অপর নৃপতিগণ এবং স্ত্রীগণও হাস্য করিয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধন লজ্জিত এবং রোষে প্রজ্বলিত হইয়া রাজসভা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বগণসহ হস্তিনাপুর প্রস্থান করিল। রাজা যুধিষ্ঠির বিমনা হইয়া রহিলেন। রাজন্, দুর্য্যোধনের দুঃখের কারণ তোমাকে বলিলাম।

৭৬—৭৭ অধ্যায়

কৃষ্ণ, শাল্ব, দন্তবক্র, বিদূরথ

শিশুপালসখা শাল্ব রুক্মিণীর বিবাহকালে যাদবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিব। সে

এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ একমুষ্টি ধূলি মাত্র খাইয়া মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার বরে ময়নির্ম্মিত সৌভনামে এক মায়াময় বিমানপুরী লাভ করিল। শাল্ব ঐ বিমান লইয়া দ্বারকা অবরোধ এবং শস্ত্রবৃষ্টি করিয়া উদ্যান অট্টালিকা ইত্যাদি ভগ্ন করিতে লাগিল। অশনি শিলা কঙ্কর বৃক্ষ সর্প ও চক্রাকার বায়ুদ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর প্রদ্যুম্ন বহু সৈন্যাদি লইয়া শাল্বের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। শাল্বের বিমান কখনও জলে, কখনও স্থলে, কখনও আকাশে, কখনও পর্ব্বতের উপরে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। শাল্বের সেনাপতি দ্যুমানের গদাঘাতে মূর্চ্ছিত প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছাত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় সজ্জিত হইয়া রণস্থলে আসিয়া দ্যুমানের মস্তক ছেদন করিল। এই রূপে সাতাশ দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া তিনি সত্বর দ্বারকায় আসিয়া যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিলেন এবং বলদেবকে পুরীরক্ষার ভার দিয়া রথ লইয়া দারুক সহ শাল্বের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শাল্বকে বহু বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ; শাল্বও শ্রীকৃষ্ণের বাহু শরবিদ্ধ করিয়া তাঁহার শার্ঙ্গধনু ভূপাতিত করিল। হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। শাল্ব বলিল, তুমি আমার সখা তোমার ভ্রাতা শিশুপালের ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া নিয়াছ (২১৯ পৃঃ), পরে অপ্রস্তুত অবস্থায় শিশুপালকে বধ করিয়াছ, আমি এখনই সেই সকল দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইব। শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বকে এক গদা প্রহার করিলেন, শাল্ব রক্ত বমন করিতে করিতে কম্পিতদেহে অন্তর্হিত হইল। মুহূর্ত্ত পরে এক পুরুষ আসিয়া বলিল, দেবকী আমাকে পাঠাইয়াছেন ও বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ, শাল্ব তোমার পিতাকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মত একটু বিমনা হইলেন। তখনই শাল্ব বাসুদেবের ন্যায় একটী মূর্ত্তিকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া বলিল, মূর্খ,

তোমার এই পিতাকে এখনই বধ করিতেছি, পার ত রক্ষা কর। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ ঐ মূর্ত্তির মস্তক ছেদন করিয়া আকাশস্থ ঐ বিমানে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া শাল্বের ঐ মায়া বুঝিতে পারিয়া তাহার বর্ম্ম ধনু কিরীট ভগ্ন করিয়া সৌভ বিমানকে ভূতলে পাতিত করিলেন। শাল্ব গদাহস্তে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিতে লাগিল। তিনি তখনই চক্র দ্বারা শাল্বের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।—এমন সময় শাল্বের সখা দন্তবক্র ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

৭৮—৭৯ অধ্যায়

দন্তবক্র, বলরাম, রোমহর্ষণবধ, বল্বলাসুর, ভীম, দুর্য্যোধন

পৌণ্ড্রক শিশুপাল ও শাল্ব নিহত হইলে তাহাদের সখ্য করিবার নিমিত্ত করূষদেশীয় দুর্ম্মদ মহাবলবান্ দন্তবক্র একাকী গদাহস্তে ভূমি কম্পিত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বলিল, কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতুলপুত্র কিন্তু মিত্রদ্রোহী, অদ্য তোমাকে বধ করিয়া মিত্রগণের নিকট অঋণী হইব। এই বলিয়া সে কৃষ্ণের মস্তকে গদা দ্বারা ভীষণ প্রহার করিল। শ্রীকৃষ্ণ কৌমোদকী গদা দ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন, দন্তবক্র রুধির বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। শিশুপালের ন্যায় দন্তবক্রের শরীর হইতেও এক সূক্ষ্ম জ্যোতি নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। দন্তবক্রের ভ্রাতা আসিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহারও মস্তক ছেদন করিলেন।

বলরাম কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া ঐ যুদ্ধের উপক্রমেই তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি প্রভাস সরস্বতী পৃথূদক বিন্দুসরোবর ত্রিতকূপ সুদর্শন বিশালা চক্রতীর্থ ব্রহ্মতীর্থ, এবং গঙ্গা ও যমুনার সকল তীর্থ দর্শন করিয়া পরিশেষে যজ্ঞরতঋষিগণসেবিত নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ কর্ত্তৃক অভ্যুত্থান প্রণামাদি দ্বারা অভিনন্দিত বলদেব বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ সূতকে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দেখিলেন; কিন্তু সে তাঁহাকে কোনওরূপ

অভ্যর্থনাদি করিল না। তিনি কুপিত হইয়া বলিলেন, এই বহু-শাস্ত্রাধ্যায়ী ধর্ম্মধ্বজী দুর্বিনীত সূত বধযোগ্য, এই বলিয়া হস্তস্থিত কুশের অগ্রভাগ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। ঋষিগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, প্রভো, তুমি এ কি করিলে? আমাদের আরব্ধ যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ইহাকে ব্রহ্মাসন, শারীরিক অক্লান্তি ও আয়ু দান করিয়াছিলাম। তুমি যোগেশ্বর, কোন নিয়মের অধীন নও, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ংপ্রণোদিত হইয়া তোমার এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করা সঙ্গত। বলদেব বলিলেন, আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা করিব, কিন্তু আমার এ বিষয়ে মুখ্য কর্ত্তব্য কি, বলুন। ঋষিগণ বলিলেন, যাহাতে আপনার ও আমাদের উভয়ের বাক্যের সত্যতা রক্ষা হয়, তাহাই করুন। বলদেব বলিলেন, ইহার পুত্র উগ্রশ্রবা ইহার সমস্ত আয়ু ও ইন্দ্রিয়বল লাভ করিয়া পুরাণ-বক্তা হইবেন। আমি কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিব এবং আপনাদের জন্য আর কি করিব, বলুন। ঋষিগণ বলিলেন, ইল্বলপুত্র দুরাত্মা বল্বল শোণিত-পুরীষাদি বর্ষণ করিয়া আমাদের যজ্ঞবিঘ্ন জন্মাইতেছে, তাহাকে বধ করুন ও দ্বাদশ মাস সমাহিতচিত্তে ভারতবর্ষ পরিক্রম করিয়া তীর্থস্নান করুন।—পর্ব্বদিন উপস্থিত হইলে শূলধারী বল্বল আসিয়া যজ্ঞস্থলে নানা অপবিত্র দ্রব্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বলদেব হল ও মুষলকে স্মরণ করিলে তাহারা আসিল ও তিনি তদ্দ্বারা সেই দৈত্যের প্রাণনাশ করিলেন।—বলদেব তথা হইতে কৌশিকী সরযূ প্রয়াগ পুলহাশ্রম গোমতী গণ্ডকী বিপাশা শোণ সাগরসঙ্গম মহেন্দ্রপর্ব্বত সপ্তগোদাবরী বেণা পম্পা ভীমরথী শ্রীশৈল দ্রাবিড়ে বেঙ্কটপর্ব্বত কামকোষ্ণী কাঞ্চীপুরী রঙ্গনাথ ঋষভপর্ব্বত দক্ষিণমথুরা দর্শন করিয়া, সেতুবন্ধ হইয়া কৃতমালা তাম্রপর্ণী মলয়পর্ব্বতে অগস্ত্য দর্শন, ও তাঁহার আদেশে দক্ষিণ সমুদ্রে কন্যাকুমারিকায় দুর্গাদেবী দর্শন করিয়া ফাল্গুন তীর্থ পঞ্চাপ্‌সরস কেরল ত্রিগর্ত্ত গোকর্ণ শৃঙ্গারক রেবা ধন্নুতীর্থ হইয়া প্রভাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে সমস্ত

রাজগণের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া কুরুক্ষেত্রে আসিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়কে গদা হস্তে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। পরে দ্বারকায় আসিয়া তিনি পত্নী রেবতীসহ পুনঃ নৈমিষারণ্যে গিয়া নানা যজ্ঞ করিয়া সমবেত ঋষিগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন।

৮০—৮১ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, সহপাঠী দরিদ্র ব্রাহ্মণ

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, ভগবান্ অনন্তবীর্য্য মুকুন্দের অন্যান্য বীর্য্যবান্ কার্য্য সকল শুনিতে ইচ্ছা করি।

সা বাগ্‌ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥ ১০।৮০।৩,৪

—সেই বাক্যই বাক্য, যাহা দ্বারা তাঁহার গুণ বর্ণিত হয়। সেই হস্তই হস্ত যাহা দ্বারা তাঁহারই কর্ম্ম করা হয়। সেই মনই মন, যাহা দ্বারা স্থাবর জঙ্গমে অবস্থিত তাঁহাকে স্মরণ করা হয়। সেই কর্ণই কর্ণ, যে তাঁহার পুণ্য কথাই শোনে। সেই মস্তকই মস্তক, যাহা তাঁহার (ঐ স্থাবরজঙ্গমরূপ) উভয় লিঙ্গকেই প্রণাম করে। সেই চক্ষুই চক্ষু, যাহা তাঁহাকেই (সর্ব্বত্র) দর্শন করে। সেই অঙ্গই অঙ্গ, যাহা বিষ্ণুর এবং তাঁহার ভক্তগণের পাদোদক সর্ব্বদা সেবা করে।

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, এক ব্রহ্মবিদ্ গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া যদৃচ্ছাগত অন্নদ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহার ভার্য্যাও ঐ ভাবে থাকিয়া প্রায় ক্ষুধিতাবস্থায় দিনাতিপাত করিতেন। একদিন তাঁহার ভার্য্যা নিতান্ত ম্লানবদনে দরিদ্র স্বামীকে বলিলেন, হে মহাভাগ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা, তিনি শরণাগতবৎসল, তাঁহার নিকট গেলে তিনি নিশ্চয় আপনাকে কুটুম্বপোষণ জন্য বহু দান করিবেন। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, অতি উত্তম কথা, এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইবে।

পত্নীকে বলিলেন, কিঞ্চিৎ উপহার সংগ্রহ কর। ব্রাহ্মণী কিছু চিড়ার ক্ষুদ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ঐ ব্রাহ্মণের বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন, ব্রাহ্মণ দ্বারকা যাত্রা করিলেন। পথে কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে কৃষ্ণদর্শন হইবে। পুর প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে তিনটি কক্ষা অতিক্রম করিয়া মহিষীদিগের গৃহসকলের মধ্যে অতিশয় শ্রীশালী একটি গৃহ দর্শনে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া তিনি সেই গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিয়ার পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট শ্রীঅচ্যুত দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলেন, এবং নিকটে আসিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া নিয়া তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া দিয়া সেই পাদোদক নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন, ও নানা পূজোপকরণ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বয়ং রুক্মিণী দেবী আসিয়া ব্যজন দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্বন্, সমাবর্ত্তনের পর উপযুক্ত ভার্য্যা লাভ করিয়াছ ত? আমি জানি, গৃহাশ্রমে তোমার চিত্ত বিকৃত বা ধনলিপ্সু হইবে না। গুরুকুলে বাস করার কথা তোমার মনে পড়ে ত?—সেই যে একদিন গুরুপত্নীর আদেশে কাষ্ঠ আনিবার জন্য আমরা এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলে সূর্য্যাস্তে কি মহা ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল, গভীর অন্ধকারে বনভূমি আবৃত হইল, উচ্চনীচ সকল স্থান জলমগ্ন হইল, আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া সমস্ত রাত্রি ইতস্ততঃ ঘুরিলাম। গুরু সান্দীপনি জানিতে পারিয়া রাত্রি শেষ না হইতেই সেই বনে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, অহো পুত্রগণ, তোমরা আমার জন্য কি কষ্টই না পাইয়াছ! তোমরা আমার কার্য্যের নিমিত্ত প্রিয়তম আত্মসুখকেও বিসর্জ্জন দিয়াছ। গুরুর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করা সচ্ছিষ্যের কর্ত্তব্য। অতএব,

তুষ্টোহহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ॥ ১০।৮০।৪২

—হে ব্রাহ্মণগণ, আমি তুষ্ট হইলাম, তোমাদের মনোরথ সফল হউক, তোমাদের বেদজ্ঞান ইহপরকালে অবিকৃত হইয়া থাকুক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেখ, জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু, বেদাধ্যাপক দ্বিতীয় গুরু এবং আমি তৃতীয় বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। ব্রাহ্মণ বলিলেন, দেব, তুমি জগৎগুরু, আমার ন্যায় তোমার সহিত যে একত্র গুরুকুলে বাস করিয়াছে, তাহার অপ্রাপ্ত কি থাকিতে পারে? যিনি স্বয়ং বেদময় ব্রহ্ম, তাঁহার গুরুকুলে বাস ত বিড়ম্বনা মাত্র।

তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার জন্য গৃহ হইতে কি আনিয়াছ, দেও।—

অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ১০।৮১।৩, ৪

—ভক্তগণ প্রেমের সহিত আমার জন্য অণুমাত্র আনিলেও আমি তাহা অধিক মনে করি, অভক্তেরা অধিক আনিলেও আমি তাহাতে তুষ্ট হই না। পত্র পুষ্প ফল জল যে যাহা আমাকে ভক্তি করিয়া দেয়, সংযতাত্মা ব্যক্তি দ্বারা ভক্তির সহিত সংগৃহীত সেই দ্রব্য আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।

ব্রাহ্মণ তথাপি সেই তণ্ডুলখণ্ড দিতে বা তাহার কথা বলিতেও সাহস করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ দ্রব্যটী ধরিয়া, ইহা কি, ইহা ত আমার পরম প্রীতিকর, এই বলিয়া উহা হইতে একমুষ্টি লইয়া তৎক্ষণাৎ মুখে দিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি মুখে দিতে উদ্যত হইলে রুক্মিণী দেবী বাধা দিয়া তাঁহার মুষ্টি টানিয়া লইয়া বলিলেন, হে বিশ্বাত্মন্, ইহপরকালে পুরুষের প্রতি তোমার প্রীতি দেখাইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট, আর ভোজনের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, এই ব্রাহ্মণ কখনও ঐশ্বর্য্য কামনা করেন নাই, মাত্র পত্নীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আমার নিকট আসিয়াছেন। ইঁহাকে দুর্ল্লভ সম্পত্তি দান করিব।—ব্রাহ্মণ অতি উপাদেয় ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া সেই রাত্রি তথায় বাস করিলেন। ধন না পাইয়াও

কিছুই যাচ্ঞা করিলেন না, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দ্বারাই তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং প্রত্যূষে গৃহে যাত্রা করিলেন। পথে ভাবিলেন,—

> কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
> ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥
> অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।
> ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ॥ ১০।৮১।১৬,২০

—কোথায় আমি পাপী দরিদ্র, আর কোথায় লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠানস্থল শ্রীকৃষ্ণ? আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি বলিয়াই আমাকে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। এই ব্যক্তি নির্ধন, ধন পাইলে মত্ত হইয়া আমাকে আর স্মরণ করিবে না, ইহা ভাবিয়া সেই করুণাময় আমাকে ধন দিলেন না।

ব্রাহ্মণ নিজ গৃহসমীপে আসিয়া বিমান উপবন ও সরোবরে সমৃদ্ধ এক বিচিত্র পুরী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, একি? আমার সেই পর্ণকুটীর ত এইখানেই ছিল, উহা কোথায় গেল? নানাভরণভূষিতা দাসদাসী-সমন্বিতা পত্নী আসিয়া তাঁহাকে সেই পুরীমধ্যে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ তখন বিচার করিয়া বুঝিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ফল ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। মেঘ যেমন কিছু না বলিয়া জল দান করে, তিনিও তেমন যাহাকে যাহা ইচ্ছা দেন, আর যাহা ইচ্ছা নেন। নতুবা, আমার বস্ত্রখণ্ডবদ্ধ তণ্ডুলকণা আপনি খুলিয়া লইয়া খাইলেন কেন? জন্মে জন্মে আমার যেন তাঁহার সহিত সখ্য ও দাস্য সম্বন্ধ হয়। তারপর ভাবিলেন, তিনি ত তাঁহার ভক্তকে কখনও ঐশ্বর্য্য দেন না, তাহাতে যে পতন ঘটে।—এইরূপ স্থির করিয়া সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী ত্যাগ অভ্যাস করিয়া অনাসক্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রীতির দানস্বরূপ সেই বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি অ-জিত, কিন্তু নিজ ভৃত্যের নিকট সর্ব্বদা পরাজিত।—প্রভু ও সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মার বন্ধন ধ্যানযোগে দৃঢ় করিয়া সেই ব্রাহ্মণ অচিরকাল মধ্যে সাধুদিগের পরমগতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

৮২—৮৪ অধ্যায়

যাদবগণ, কুরুপাণ্ডবগণ, অন্য রাজগণ, গোপগোপীগণ, কৃষ্ণ বলরাম

একদা সুমহৎ সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইল। সেই উপলক্ষে সকলে নিজ নিজ মঙ্গল কামনায় স্যমন্তপঞ্চক নামক কুরুক্ষেত্র তীর্থে সমবেত হইলেন। ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিরা রাজন্যগণের রুধিরে পূর্ণ এক মহাহ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং কর্ম্মদ্বারা অস্পৃষ্ট হইলেও লোকব্যবহারমতে স্বীয় পাপক্ষালনজন্য এক সুমহান্ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বসুদেব অক্রূর প্রদ্যুম্ন সাম্ব প্রভৃতি বীরগণ পুত্র কলত্রাদি সহ সেখানে আসিলেন, অনিরুদ্ধ ও কৃতবর্ম্মা দ্বারকারক্ষার্থ তথায় রহিলেন। তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সকলে ভোজনান্তে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া তথায় মৎস্য অবন্তী কোশল বিদর্ভ কেকয় কুরু মদ্র আনর্ত্ত কেরলাদিদেশীয় নৃপগণ এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণসহ মিলিত হইয়া পরম হর্ষে পরস্পরকে আলিঙ্গন ও কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পৃথা বহুকাল পর শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতৃপত্নীগণকে দেখিয়া বসুদেবকে বলিলেন, ভ্রাতঃ, দৈব প্রতিকূল, তাই তোমরা এতকাল আমাকে স্মরণও কর নাই। বসুদেব বলিলেন, ভগিনী, আমাদিগকে দোষ দিও না, আমরা সকলে কংসদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। আর দেখ,—

ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্য্যতেঽথবা ॥ ১০।৮২।২০

—ঈশ্বরের অধীন হইয়াই লোকে কার্য্য করে বা কার্য্যে প্রবৃত্তি লাভ করে। ভীষ্ম দ্রোণ সপুত্রা গান্ধারী কুন্তী পত্নীসহ পাণ্ডবগণ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অভ্যর্থিত হইলেন ও বৃষ্ণিগণকে অভিনন্দিত করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ পিতা নন্দ ও মাতা যশোদাকে অভিনন্দন করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা আলিঙ্গিত ও প্রেমে অবরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া ক্ষণকাল কিছু বলিতে পারিলেন না। রোহিণী ও দেবকী বাষ্পাকুলিতনয়নে যশোদাকে বলিলেন, ব্রজেশ্বরী, এই দুই বালক জন্মিবামাত্র তোমাদের নিকট ন্যস্ত হয়, তোমরাই উহাদের পিতামাতা। পক্ষ্মদ্বয় যেমন চক্ষুকে রক্ষা করে, সেইরূপে রক্ষিত হইয়া ইহারা নির্ভয়ে তোমাদের

ক্রোড়ে বাস করিয়া লালিত হইয়াছে, তোমাদের মৈত্রী কে বিস্মৃত হইতে পারে? গোপীগণ বহুকাল পর শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া অনিমেষনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে হৃদয়মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার আলিঙ্গন-সুখে তন্ময়া হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদিগকে নিভৃতে নিয়া আলিঙ্গন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, সখিগণ, স্বগণের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত শত্রুদমনে ব্যস্ত থাকিয়া আমি বহুকাল তোমাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছি। কিন্তু দেখ,—

নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ॥
বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তুলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দৃষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ১০।৮২।৪২,৪৩,৪৪

—ভগবান্ জীবগণকে একবার যুক্ত করেন, আবার বিযুক্ত করেন। বায়ু যেমন মেঘ তৃণ তুলা ধূলি সকলকে একবার সংযুক্ত করিয়া আবার উড়াইয়া নেয়, স্রষ্টাও জীবগণকে সেইরূপ করেন। আমার প্রতি ভক্তিই জীবের অমৃতত্ব লাভের কারণ। আমার প্রতি তোমাদের যে মৎপ্রাপক স্নেহ আছে, ইহা সৌভাগ্য বলিতে হয়।

আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

—গোপীগণ বলিলেন, অগাধবুদ্ধি যোগেশ্বরগণ যে পাদপদ্ম সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করেন, সংসারকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারের উপায়স্বরূপ তোমার সেই পাদপদ্ম গৃহাবলম্বী আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত হউক। ১০।৮২।৪৮

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে মিলিত ও স্তুত হইলেন। যাদব ও কৌরব স্ত্রীবর্গ পরস্পর মিলিত হইলে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী ভদ্রা মিত্রবিন্দা সত্যা ও লক্ষ্মণার নিকট তাহাদের বিবাহ বৃত্তান্ত সকল শুনিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥

কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥
ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥ ১০।৮৩।৪১,৪২,৪৩

—হে সাধ্বি, আমরা সাম্রাজ্য সার্ব্বভৌমত্ব ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদ বা অণিমাদি সিদ্ধি বা সালোক্যাদি মুক্তি কিছুই চাই না, কেবল লক্ষ্মীদেবীর কুচকুঙ্কুমশোভিত গদাধরের সেই পাদপদ্মই আমরা মস্তকে বহন করিতে কামনা করি, ব্রজস্ত্রীগণ পুলিন্দরমণীগণ ব্রজের তৃণলতাগণও সেই গোচারণকারী মহাত্মার যে পদের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন।

স্ত্রীপুরুষগণ যখন পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ ও রামকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া বেদব্যাস নারদ চ্যবন দেবল অসিত বিশ্বামিত্র শতানন্দ ভরদ্বাজ গৌতম রাম সশিষ্য বশিষ্ঠ গালব ভৃগু পুলস্ত্য কশ্যপ অত্রি মার্কণ্ডেয় বৃহস্পতি অঙ্গিরা অগস্ত্য যাজ্ঞবল্ক্য বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেখানে আসিলেন। রাম কৃষ্ণ পাণ্ডব ও অন্যান্য সকল রাজগণ গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অহো, আমরা দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য এই যোগেশ্বরদিগের দর্শন পাইলাম, আমাদের জন্ম আজ সফল হইল—

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১০।৮৪।১১

—তীর্থসকল কেবল জলময় বা দেবতাসকল কেবল মৃত্তিকা-প্রস্তরময় নহেন। তাঁহারা বিলম্বে, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করেন।

ঋষিগণ কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া বলিলেন, অহো, আমরা যাঁহার সৃষ্ট মায়ায় মোহিত, সেই ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ অনীশ্বরের ন্যায় জন্মকর্ম্মাদি আচরণ করিতেছেন, বিচিত্র তাঁহার এই লীলা। আমাদের বিদ্যা তপস্যা ও নয়ন সার্থক হইল। হে বিভু, তোমাকে নমস্কার। প্রবৃদ্ধ ভক্তিযোগদ্বারা জীবকোশকে বিনাশ করিয়া পূর্ব্বঋষিগণ তোমার যে গতি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগকে সেই

অনুগ্রহ প্রদান কর। এই বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গমনোদ্যোগী হইলে, বসুদেব তাঁহাদের অনুগমন ও নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিগণ, কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে কর্ম্মের নিরাস হয়? নারদ বলিলেন, ঋষিগণ, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র ও বালক মনে করিয়া আমাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা বিচিত্র নহে।

সন্নিকর্ষোঽত্র মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যান্তস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥ ১০।৮৪।৩১

—নৈকট্য মানুষের মধ্যে অনাদরের কারণ হয়, যেমন গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গা ছাড়িয়া বিশুদ্ধির জন্য অন্য তীর্থ-জলে গমন করে।

হে মহামতে, তুমি পরম ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিয়া শ্রীহরিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছ। তাহাতে ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ। এখন যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হও। তখন বসুদেব সেখানে এক মহাযজ্ঞ করিলেন, তাহাতে মানুষের কথা কি, কুক্কুরগণও বহু অন্নের দ্বারা অর্চ্চিত হইলেন। ঋষিগণ পূজিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। নন্দ, বসুদেব দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া তিন মাস তথায় রহিলেন। বর্ষা আগত দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামও দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৮৫ অধ্যায়

রাম, কৃষ্ণ, বসুদেব, দেবকীর মৃতপুত্র

একদিন দ্বারকায় রাম ও কৃষ্ণ আসিয়া বসুদেবের পাদসেবা করিলে তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, তোমরা দুই জন আমার পুত্র নহ, ভূভারহরণ জন্য আমার গৃহে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তাত, আমরা আপনারই পুত্র। আমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া আপনি যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা বলদেবের আমার দ্বারকাবাসিগণের ও অপর সকলেরই অনুকরণীয়। —

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যোনির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে॥

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্য্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি॥ ১০।৮৫।২৪, ২৫

—আত্মা এক স্বপ্রকাশ, স্বরূপতঃ নির্গুণ। তিনি স্বসৃষ্ট গুণ দ্বারা উৎপন্ন দেহ সকলে বহুরূপে প্রতীত হন, এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া আকাশ বায়ু জ্যোতি জল পৃথিবী এবং ইহাদের বিকারসমূহের আবির্ভাব তিরোভাব অল্পত্ব বহুত্ব একত্ব নানাত্ব প্রভৃতি ভাব ধারণ করেন।

দেবকী বলিলেন, হে রাম, হে কৃষ্ণ, তোমরা আদিপুরুষ জানিয়া আমি তোমাদের শরণাগতা হইলাম। শুনিয়াছি তোমরা গুরুর মৃতপুত্রকে যমের নিকট হইতে আনিয়া পুনর্জীবিত করিয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহাকে দিয়াছিলে। আমিও কংসনিহত নিজ পুত্রগণকে দেখিতে ইচ্ছা করি।—ইহা শুনিয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে যোগমায়া আশ্রয়ে পাতালে প্রবেশ করিলেন। দৈত্যরাজ বলি সবংশে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম আসনদান ও তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া সবান্ধবে সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহাভাগ বলি, পূর্ব্বে ব্রহ্মাপুত্র মরীচির ছয় পুত্র শাপগ্রস্ত হইয়া প্রথমে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে, পরে যোগমায়া দ্বারা দেবকীগর্ভে আনীত হইয়া, তাঁহার পুত্ররূপে জন্মেন এবং কংস কর্ত্তৃক নিহত হন (বসুমতী সংস্করণ ১০।১।৫৭ শ্লোকের পাদটীকা দেখুন)। দেবকী তাঁহাদিগকে আত্মজ মনে করিয়া শোক করিতেছেন। তাঁহারা তোমার নিকট আছেন। আমি মাতৃশোক দূর করিবার জন্য এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, তাঁহারা শাপমুক্ত হইয়া পরে দেবলোকে গমন করিবেন। তাঁহাদের নাম স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণী। বলি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব তাহাদিগকে দ্বারকায় আনিয়া মাতাকে অর্পণ করিলেন। দেবকী পুনঃ পুনঃ মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে পুত্রগণকে স্তন্যপান করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে ও তাঁহার পীতাবশিষ্ট অমৃততুল্য স্তন্যপানে ঐ শিশুগণ আত্মজ্ঞান ও দেবত্ব লাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বলোকসমক্ষে দিব্যধামে গমন

করিলেন। দেবকী মৃত পুত্রগণের এই বিস্ময়কর আগমন ও নির্গমন দেখিয়া সেই সমুদয় ঘটনাকে শ্রীকৃষ্ণের মায়া-রচিত স্থির করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

৮৬ অধ্যায়

অর্জ্জুন, সুভদ্রা, বলরাম, কৃষ্ণ, শ্রুতদেব, বহুলাশ্ব, মিথিলা

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট নিজ পিতামহী সুভদ্রার বিবাহ-বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিলেন। শুকদেব বলিলেন, রাজন্, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে প্রভাসে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, বলদেব তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে দুর্য্যোধনের নিকট সম্প্রদান করিবেন। সেই কন্যাকে পাইবার ইচ্ছায় তিনি যতিবেশে দ্বারকায় গিয়া বর্ষার চারিমাস বাস করিলেন। বলদেব অর্জ্জুনকে চিনিতে না পারিয়া যতি মনে করিয়াই একদিন আমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনিলেন। সেখানে অর্জ্জুন ও সুভদ্রা পরস্পরকে দেখিয়া মুগ্ধ ও প্রণয়াবদ্ধ হইলেন, পরে একদিন দেবযাত্রাকালে বসুদেব দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে অর্জ্জুন রথস্থা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া নিয়া গেলেন। বলদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদ গ্রহণ করিয়া ও সুহৃদগণ নানা সান্ত্বনা দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। পরিশেষে তিনি অর্জ্জুন ও সুভদ্রাকে নানা যৌতুক প্রদান করেন।

শ্রুতদেব নামে ভগবন্নিষ্ঠ ও বিষয়ে অনাসক্ত বিদেহ দেশের মিথিলানগরবাসী শ্রীকৃষ্ণের এক সখা ছিলেন। বহুলাশ্ব নামে মিথিলার রাজা নিরভিমান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে শ্রীকৃষ্ণ একদা মিথিলায় আসিলেন। বেদব্যাস পরশুরাম অসিত অরুণি বৃহস্পতি কণ্ব মৈত্রেয় চ্যবন সহ আমি তাঁহার সহিত গিয়াছিলাম। আনর্ত্ত মরুভূমি কুরুজাঙ্গল কঙ্ক মৎস্য পঞ্চাল কুন্তি মধু কেকয় দশার্ণ ও অন্যান্য দেশীয় নরনারীগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তিনি মঙ্গল-বাণী ও তত্ত্বোপদেশ দান করিতে করিতে মিথিলায় উপস্থিত হইলে পুরবাসীগণ রাজা বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে নানা পূজোপকরণ লইয়া বহু স্তব করিলেন, তাঁহারা

আমন্ত্রিত হইয়া উভয়ের গৃহে গেলেন। মিথিলায় কিছু দিন বাস করিয়া তাঁহারা দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৮৭ অধ্যায়

[শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক নারায়ণের স্তব]

৮৮ অধ্যায়

শিব, বিষ্ণু, বৃকাসুর

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, শিব ত নির্ধন ভোগবিলাস-বর্জিত, তবে ভোগীরা তাঁহার উপাসনা করে কেন? আর বিষ্ণুভক্তেরা প্রায়শঃ নির্ধন কেন? শুকদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥
স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্।
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে॥ ১০।৮৮।৮,৯,১০

—আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহার সকল ধন ক্রমশঃ হরণ করিয়া লই। স্বজনগণ তখন সেই নির্ধন দুঃখিত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে। সে যখন ধনলাভের উদ্যোগে বিফল হয় ও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আমার ভক্তগণের সঙ্গে মৈত্রী করে, তখন আমি তাহাকে অনুগ্রহ করি। সে তখন সূক্ষ্ম সৎ ও চিৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে জানিয়া আত্ম-নিবিষ্ট ও ধীর হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

এজন্য লোকে আশুতোষ ও বরদাতা অন্যান্য দেবতাগণকে আরাধনা করিয়া ধনাদি প্রাপ্ত হইয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে ও গর্ব্বিত হয়, পরে ঐ দেবতাগণকেও বিস্মৃত হয়। ব্রহ্মা ও শিব সদ্যই শাপ বা বর দান করেন, কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ করেন না। মহাদেব বৃকাসুরকে বর দান করিয়া কিরূপে স্বয়ং বিপন্ন হইয়াছিলেন, শোন। ঐ অসুর একদা নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন্, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব

ইহাদের মধ্যে কাহার উপাসনা আশু ফলপ্রদ? নারদ তাহাকে মহাদেবের উপাসনা করিতে বলিলেন। বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে গিয়া নিজ শরীরের মাংস দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিল। ইহাতেও মহাদেবের দর্শন না পাইয়া সে এক খড়্গ লইয়া নিজ শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইল। তখন উমাপতি সহসা উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। বৃকাসুর এই বর চাহিল যে, সে যাহার মাথায় হাত দিবে, সে তৎক্ষণাৎ মরিবে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া সেই বরই দিলেন। তখন সেই অসুর গৌরীকে লাভ করার ইচ্ছায় মহাদেবের মাথায়ই হস্ত অর্পণ করিতে উদ্যত হইল। মহাদেব ভীত হইয়া উত্তর মুখে ধাবিত হইতে হইতে বৈকুণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈকুণ্ঠপতি দূর হইতে দেখিয়া এবং সকল কথা জানিতে পারিয়া, এক ব্রাহ্মণবালকের বেশে পশ্চাদ্‌ধাবনে শ্রান্ত ঐ অসুরের নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আমাকে সকল কথা বল। অসুরের নিকট শুনিয়া বালক বলিলেন, এ কথা নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য তুমি নিজের মাথায় হাত দিলে ত এখনই তাহা বুঝিতে পারিবে, তখন আমরা উভয়ে মিলিয়া সেই কদাচারী শ্মশান-বাসী মহাদেবের সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। অসুর বিষ্ণুমায়ায় বালকের সুমধুর বাক্যে মোহিত হইয়া তাহাই করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শিব সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

৮৯ অধ্যায়

ঋষিগণ, ভৃগু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র

একদা সরস্বতীতীরে যজ্ঞরত ঋষিগণের মধ্যে এই বিচার উপস্থিত হইল যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ইহা নির্দ্ধারণ করার জন্য ব্রহ্মাপুত্র ভৃগুকেই নিযুক্ত করিলেন। ভৃগু প্রথমে নিজ পিতা ব্রহ্মার সভায় গিয়া তাঁহাকে স্তুতি বা প্রণাম কিছুই করিলেন না। ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কোন ক্রমে নিজেকে সংযত

করিলেন। ভৃগু সেখান হইতে কৈলাসে শিবের নিকট গেলেন। শিব তাঁহাকে দেখিয়া যেমন আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ভৃগু বলিলেন, তুমি উৎপথগামী, তোমাকে আলিঙ্গন করিব না। শিব ক্রোধে ত্রিশূল দ্বারা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, পার্ব্বতী স্বামীর পায়ে পড়িয়া ভৃগুকে কোনক্রমে রক্ষা করিলেন। ভৃগু সেখান হইতে বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর সহিত শায়িত দেখিয়া সহসা তাঁহার বুকে সজোরে এক পদাঘাত করিলেন। বিষ্ণু সত্বর শয্যা হইতে নামিয়া ভৃগুকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আপনি কখন আসিয়াছেন আমি জানিতে পারি নাই, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনার পাদোদক দ্বারা বৈকুণ্ঠ সহিত আমাকে পবিত্র করুন। আপনার পদাঘাতচিহ্ন অদ্যাবধি আমার বক্ষের ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকিবে।—ভৃগু সাশ্রুলোচনে ঋষিগণের নিকট আসিয়া এই সকল কথা বলিলে তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিলেন, বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।—এক সময় দ্বারকার এক ব্রাহ্মণের ক্রমে ক্রমে আটটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়া গেল। রাজার পাপে এরূপ হইতেছে মনে করিয়া ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজদ্বারেই ঐ মৃত পুত্রগুলিকে রাখিয়া চলিয়া যাইত। নবম পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে সে একদিন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া ঘোর বিলাপ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি সূতিকাগৃহে তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব, না পারি ত অগ্নি প্রবেশ করিব। অর্জ্জুনের যত্ন সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের নবম পুত্রটি জন্মিবামাত্র মরিয়া গেল। অর্জ্জুন যমপুরী ইন্দ্রভবন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অন্বেষণ করিয়াও ঐ মৃতপুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া অগ্নি-প্রবেশে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া রথারোহণে পশ্চিম মুখে চলিলেন। বহুদূর গিয়া গভীর অন্ধকার পার হইয়া তাঁহারা এক অদ্ভুত পুরী মধ্যে অনন্তদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। উভয়ে প্রণত হইয়া বন্দনা করিলে তিনি বলিলেন, তোমরা নরনারায়ণ ঋষি, আমার অংশাবতার, তোমাদিগকে এখানে আনার জন্যই ব্রাহ্মণের ঐ মৃত পুত্রদিগকে আমি এখানে

আনিয়াছি। তোমরা ভূমিভারস্বরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর। উভয়ে 'ওম্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই ভূমাকে পুনঃ প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের সকল পুত্রগণসহ দ্বারকায় আসিয়া তাহাকে পুত্র প্রদান করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অনেক বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া গ্রাম্য বিষয় সকল ভোগ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র যেমন পৃথিবীর হিতের জন্য বারিবর্ষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমন প্রজাদের অভিলষিত বিষয় সকল প্রদান করিতেন। তিনি অধর্ম্মরত রাজগণকে অর্জ্জুনাদি দ্বারা বধ করাইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা যথার্থ ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

৯০ অধ্যায়

দ্বারকা, মহিষীগণ, যদুবংশ

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, দ্বারকাপুরী সকলপ্রকার সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। সুন্দরী রমণীগণ অট্টালিকাসমূহে কন্দুকাদি দ্বারা পরম সুখে ক্রীড়া করিত। সুসজ্জিত সৈন্য মাতঙ্গ অশ্ব রথ সকল রাজপথ পূর্ণ করিয়া রাখিত। উদ্যান উপবন পুষ্পিতবৃক্ষ ভৃঙ্গ ও পক্ষীগণ দ্বারা নগর সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র পত্নীসহ সুসমৃদ্ধ গৃহ সকলে বাস ও তাঁহাদের সহিত জলক্রীড়াদি করিতেন। কৃষ্ণগতচিত্তা সেই মহিষীগণ উন্মত্তাবৎ নানা দৃশ্য দেখিয়া এইরূপ জল্পোক্তি করিতেন—হে কুররি, কেন শুইয়া শুইয়া বৃথা বিলাপ করিতেছ ? আমাদের পতি এখন নিদ্রিত, আমরাও তাঁহার তত্ত্ব জানিনা। তুমি কি আমাদের মতই তাঁহার কোমল নয়ন হাসি ও দৃষ্টি দেখিয়া কামবিদ্ধ হইয়াছ ? হে চক্রবাকি, তুমি কি বন্ধুকে না দেখিতে পাইয়া আমাদের মতই রাত্রিকালে নিদ্রা যাওনা ? রোদন কর কেন ? শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবিত মাল্য পাইবার জন্য ? হে জলনিধি, তুমি কেবলই করুণ শব্দ করিতেছ। তিনি যেমন আমাদের কুচকুঙ্কুম অপহরণ করিয়াছেন, তেমন তোমারও কৌস্তুভমণি নিয়া উহাকে নিজ ভূষণ করিয়াছেন, সেই জন্যই কি তোমার এই আর্ত্তনাদ ? হে ইন্দু, তুমি আমাদের মতই যেন স্তব্ধ হইয়া আছ ; যক্ষ্মারোগে

ক্ষীণ হইয়া আর অন্ধকার নাশ করিতে পারিতেছ না, সেই জন্য, না আমাদের ন্যায় প্রিয়ের মধুর বাক্য সকল স্মরণ করিতে না পারিয়া? হে মলয়ানিল, গোবিন্দের কটাক্ষে ত আমাদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া আছে, আমরা তোমার এমন কি অপ্রিয় করিয়াছি যে তাহার উপর তুমি আবার কন্দর্পদেবকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ? শ্রীমন্ মেঘ, তুমি শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত যাদবেন্দ্রের প্রিয় সখা, তুমি নিশ্চয় আমাদেরই ন্যায় প্রেম-বদ্ধ হইয়া তাঁহারই ধ্যান করিতেছ, এবং আমাদের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া সেই প্রিয়তমের স্মরণে বারংবার বাষ্পধারা মোচন করিতেছ—হায়, তাঁহার প্রসঙ্গ কি দুঃখপ্রদ! হে কলকণ্ঠ কোকিল, তুমি বারংবার তোমার মৃত-সঞ্জীবনী কাকলী দ্বারা আমাদের কাছে সেই প্রিয়ের কথাই বলিতেছ, আমরা তোমার কি কি প্রিয় করিব, বল। হে ভূধর, তুমি স্তব্ধ হইয়া আছ, কিছু বলিতেছ না, চলিতেছ না, তুমি নিশ্চয় কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা যেমন সেই বসুদেবনন্দনের পাদপদ্ম স্তনোপরি ধারণ জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তুমিও কি সেইরূপ তাঁহার সেই চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে উৎসুক হইয়া আছ? হে নদীগণ, গ্রীষ্মপ্রযুক্ত তোমরা শুষ্ক ও কৃশ হইয়া আছ, তোমাদের বক্ষে সে কমলের শোভা আর নাই। আমাদেরই মত মধুপতির প্রণয়াবলোকন না পাইয়া কি তোমাদের এই দশা? হে হংস, এস, এস, তোমার শুভাগমন হউক, তুমি এখানে বসো, তুমি এই দুগ্ধ পান কর। তুমি সেই প্রিয়ের দূত, আমরা জানি; তুমি তাঁর কথা বল। সেই অজিত সুখে আছেন ত? আমাদিগকে পূর্ব্বে তিনি যে সকল মধুর কথা বলিয়াছেন, তাহা কি এখন স্মরণ করেন? তাঁহার প্রেম যে সদাই চঞ্চল। তবে আমরাই বা কেন তাঁহার ভজনা করিব? হে ক্ষুদ্রের দূত, তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আন, স্ত্রীজাতি-মধ্যে লক্ষ্মী ব্যতীত একনিষ্ঠা সেবিকা যে আরও আছে, আমরা তাঁহাকে দেখাইব।—মহিষীগণ এই প্রকারে পূর্ণ বৈষ্ণব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার কথা আর কি বলিব? সাধুদিগের পরমগতি শ্রীকৃষ্ণও বেদবিহিত কর্ম্মসকল

অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের পথ শিক্ষা দিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ মধ্যে ৮ জন প্রধানা, প্রত্যেকের দশটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে আঠারো জন প্রধান, তাহাদের নাম প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ দীপ্তিমান ভানু সাম্ব মধু বৃহদ্‌ভানু ভানুবৃন্দ বৃক অরুণ পুষ্কর বেদবাহু শ্রুতদেব সুনন্দন চিত্রবর্হি বরুথ কবি ও ন্যগ্রোধ। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি রুক্মীর কন্যাকে ও তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রীকে বিবাহ করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রই একমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুবাহু, তৎপুত্র উপসেন, তৎপুত্র ভদ্রসেন। যদুবংশীয়গণ অসংখ্য, তাহারা ১০১ কুলে বিভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়াই ইহারা সকলে বৃদ্ধি পাইয়াছেন। শয়ন ভোজন উপবেশন গমন আলাপ স্নান ক্রীড়া, কোন বিষয়েই বৃষ্ণিগণের পৃথক্ কোন অস্তিত্ব ছিলনা।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

—দেবকীর উদরে যাঁহার জন্মগ্রহণ একটা কথা মাত্র, যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের দুঃখনাশন, যাদবগণ যাঁহার একান্ত সেবক, নিজ এবং অন্যের (যথা অর্জ্জুনাদির) হস্ত দ্বারা যিনি সমস্ত অধর্ম্ম নিরস্ত করিয়াছেন, যিনি সুমধুর হাস্যমণ্ডিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজবনিতাগণের প্রণয়বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই সকলজনগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। ১০।৯০।৪৮

একাদশ স্কন্ধ

১ অধ্যায়

ঋষিগণ, যদুকুমার, মুষল

দুর্য্যোধনাদি যখন পাণ্ডবগণকে বিষদান জতুগৃহদাহ কপটদ্যূতক্রীড়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ কুপিত করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া উভয় পক্ষের রাজগণকে বধ করত পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন। তারপর ভাবিলেন, দুঃসহ

যাদবকুল এখনও বর্ত্তমান, পৃথিবীর ভার ত সম্পূর্ণ অপনীত হয় নাই, আত্মকলহ উৎপাদন করিয়া এখন ইহাদিগকে ধ্বংস করিব—

বিভ্রদ্‌বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং কর্ম্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্ত্তিঃ সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ॥

—সকল সুন্দরের একত্র সমাবেশরূপ দেহ ধারণ করিয়া, পৃথিবীর মঙ্গলকর কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া, সফলকাম হইয়া গৃহীরূপে বিহার করিয়া, সেই কীর্ত্তিমান পুরুষ এখন স্বকুলসংহাররূপ শেষ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১১।১।১০

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, কৃষ্ণগতচিত্ত যদুকুলের উপর ব্রহ্মশাপ এবং তাহাদের আত্মকলহই বা কিরূপে হইল? শুকদেব বলিলেন, একদা বিশ্বামিত্র অসিত কণ্ব দুর্ব্বাসা ভৃগু অঙ্গিরা কশ্যপ বামদেব অত্রি বশিষ্ঠ ও নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিণ্ডারক নামক তীর্থে গমন করার নিমিত্ত যদুগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এমন সময় কতকগুলি দুর্বিনীত যদুকুমার ক্রীড়াচ্ছলে জাম্ববতীপুত্র সাম্বকে স্ত্রী-বেশে সজ্জিত করিয়া ঐ মুনিগণের সমীপে আনিয়া বলিল, ঋষিগণ, আপনারা ভবিষ্যদ্দর্শী, এই স্ত্রী গর্ভবতী, ইনি পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন, বলুন। ঋষিগণ কুপিত হইয়া বলিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধি বালকগণ, ইনি তোমাদের কুলনাশন এক মুষল প্রসব করিবেন। তখন সাম্বের উদরাবরণ-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে তাহারা সত্যই এক মুষল পাইল। ভীত ও সন্তপ্ত হইয়া ঐ বালকেরা রাজা উগ্রসেনের নিকট ঐ মুষলটি লইয়া গেল ও তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিল। দ্বারকাবাসিগণ ঐ মুষল দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া রাজাদেশে উহা চূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট একখণ্ড লৌহ সহ ঐ চূর্ণগুলি সমস্তই সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ঐ লৌহখণ্ড একটী মৎস্য আসিয়া গ্রাস করিল, চূর্ণগুলি তীরে সংলগ্ন হইয়া এরকা নামক তৃণে পরিণত হইল। ধীবরেরা মৎস্যটী ধরিল, জরা নামক এক ব্যাধ উহার উদরস্থ লৌহখণ্ডটী তাহার একটী শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া রাখিল। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত জানিয়াও কিছুই বলিলেন না।

২—৫ অধ্যায়

নারদ, বসুদেব, নিমি, নবযোগীন্দ্র

দেবর্ষি নারদ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিতে ইচ্ছা করিয়া প্রায়ই দ্বারকায় বাস করিতেন। একদা তিনি বসুদেবের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্। ১১।২।৪
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ ১১।২।৬

—ভগবন্, আপনার আগমন সকলদেহিগণের কল্যাণের নিমিত্ত। দেবগণকে যে যেভাবে ভজনা করে, কর্ম্ম-নির্ব্বাহক দেবগণ ছায়ার ন্যায় তাহাকে তেমনই ভজনা করেন। কিন্তু সাধুগণ সর্ব্বদা দীনবৎসল।

আমি পুত্রকামনায় শ্রীভগবানের পূজা করিয়াছিলাম, মুক্তির জন্য করি নাই, আপনি আমাকে মুক্তির উপায় উপদেশ করুন। নারদ বলিলেন, তুমি যে ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥ ১১।২।১২

—শ্রবণ পাঠ ধ্যান আদর বা অনুধাবন করিলে দেবদ্রোহী, এমন কি, বিশ্বদ্রোহীও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়।

মহাত্মা জনকরাজার নিকট ঋষভনন্দন নবযোগীন্দ্রগণ এই ভাগবত-ধর্ম্ম প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তন করিব।

এই ঋষভপুত্রগণের নাম কবি, হবি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। তাঁহারা একদিন নিমিরাজার অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও ঋত্বিকগণ সকলে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদেব অর্চ্চনা করিলেন। বিদেহরাজ বলিলেন, ভগবন্, আপনারা লোকপাবননিমিত্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। মানুষ দেহ ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু দুর্লভ ; আর,

সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥ ১১।২।৩০

—ক্ষণার্দ্ধকালের সাধুসঙ্গও এ সংসারে মনুষ্যগণের পক্ষে পরম নিধি।

আমার যদি শুনিবার অধিকার থাকে, তবে জীবের পরমমঙ্গলকর ভাগবত ধর্ম্ম আমাকে বলুন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়া ভক্তকে আত্মদান করেন। তখন ঋষিগণ একে একে প্রীতমনে বলিতে লাগিলেন। প্রথমে শ্রীকবি বলিলেন,—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥ ১১।২।৩৩

—সর্ব্বদা অচ্যুতের পাদপদ্মের সেবাই অভয়লাভের একমাত্র উপায় মনে করি। অনিত্যবস্তুসকলকে আপন ভাবিয়া চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়; সেই বিশ্বাত্মাই ঐ সকল ভয় ভাবনার নিবৃত্তি করেন।

রাজন্‌, বাক্যে যাহা বলিবে, মনে যাহা ভাবিবে, বুদ্ধি দ্বারা যাহা নিশ্চয় করিবে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহ দ্বারা স্বভাববশে যে কোন কর্ম্ম তুমি করিবে, তাহা সমস্তই পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিবে। নিজ স্বরূপের বিস্মৃতি বশতঃই দেহকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয় এবং ভয়ের উৎপত্তি হয়, বস্তুতঃ উহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা। সঙ্কল্পবিকল্পকারী মনকে নিরোধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিলেই অভয় লাভ হয়।—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥
ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

—চক্রপাণির মঙ্গলময় জন্ম ও কর্ম্ম সকল যাহা পৃথিবীতে প্রচারিত আছে, তাহা শুনিয়া ও সেইরূপ নাম সকল গান করিয়া, লজ্জা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইয়া বিচরণ করিবে। স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্ত্তন দ্বারা এইপ্রকার নিষ্ঠাবান ভক্তের অনুরাগ উৎপন্ন হইলে তাহার চিত্ত বিগলিত হয়, সে

বিবশ হইয়া কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান, কখনও বা উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করে। সে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, জীব, দিক্, বৃক্ষাদি, সরোবর, সমুদ্র ইত্যাদি যেখানে যে সৃষ্ট পদার্থ আছে, সকলকে শ্রীহরির শরীর জানিয়া অনন্যমনে প্রণাম করে। ভোজনকারীর যেমন প্রতি গ্রাসে এক সঙ্গেই তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, শ্রীহরির ভজনকারীরও তেমন ভজনার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরের অনুভব ও বৈরাগ্য এই তিন এক সঙ্গেই আসিতে থাকে। হে রাজন্, অচ্যুতের পাদপদ্মসেবী এইরূপ আচরণ দ্বারা ঐ তিন-ই লাভ করিয়া সাক্ষাৎ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন। ১১।২।৩৯—৪৩

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবদ্ভক্তের বাক্য ও আচরণ কিরূপ হয় এবং কিরূপ চিহ্নের দ্বারা তাঁহাকে ভগবৎপ্রিয় বলিয়া জানা যায়? হবি বলিলেন, যিনি সর্ব্বভূতে ভগবান্‌কে ও ভগবানে সর্ব্বভূতকে অবস্থিত দেখেন, তিনি উত্তম ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, জীবে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাদিতে হরির পূজা করেন, তাঁহার ভক্ত বা অন্য কাহাকেও করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। উত্তম ভক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হর্ষও হয় না, দ্বেষও জন্মে না, সমস্তই বিষ্ণুর মায়া স্বরূপে দেখেন। তিনি জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা ভয় তৃষ্ণা ক্লেশ ইত্যাদিকে এবং দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধির কার্য্যকে সংসারধর্ম্ম মাত্র জানিয়া কিছুতেই মুগ্ধ হন না, তাঁহার হৃদয়ে কোন বাসনার উদ্ভবই হয় না, বাসুদেবই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জাতিবর্ণাদিজনিত দৈহিক অভিমান তাঁর মনে কখনই উদিত হয় না। স্ব বা পর—এরূপ ভেদ-বুদ্ধি তাঁর কখনও হয় না, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পাইলেও মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মন ভগবৎপদ হইতে বিচলিত হয় না।—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ১১।২।৫৫

—অবশে উচ্চারিত হইলেও যাঁহার নাম সমস্ত পাপ বিনাশ করে, সেই হরি প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপদ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে সতত অবস্থান করেন, কখনও তাহা ত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, মায়ার স্বরূপ কি? অন্তরিক্ষ বলিলেন, সর্ব্বভূতাত্মা আদিপুরুষ যে শক্তি দ্বারা ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই তাঁহার মায়া। তিনি স্বয়ং ঐ ভূত সমূহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অংশভূত জীবাত্মাকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সমূহ ভোগ করাইতেছেন। কিন্তু জীব বিষয়ে আসক্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত কেবলই নানা জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে থাকে। মহাপ্রলয়ে, মহাকাল ব্যক্তকে অব্যক্তে লইয়া যাইতে আকর্ষণ করে ; তখন শতবর্ষ অনাবৃষ্টি-জনিত উত্তাপে বিশ্ব দগ্ধ হয়, তৎপর শতবর্ষকাল অবিরামবৃষ্টিজনিত প্লাবনে এই বিশ্ব বিলীন হয়। জ্যোতির রূপ অন্ধকার দ্বারা হৃত হইয়া বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ তামস অহঙ্কারে, ইন্দ্রিয়সকল সাত্ত্বিক অহঙ্কারে এবং সমস্ত অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়। ইহাই মায়ার স্বরূপ। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, স্থূলবুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ কি প্রকারে এই মায়া হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে? প্রবুদ্ধ বলিলেন, দুঃখপ্রতিকার ও সুখলাভ জন্য মিথুনধর্ম্মা মানুষ যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার বিপরীত ফল হয়, তাহা দেখিতে হইবে—

> নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
> গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥ ১১।৩।১৯

—নিত্য-পীড়াজনক আত্মার মৃত্যুস্বরূপ দুর্লভ বিত্তের দ্বারা বা চঞ্চল গৃহ অপত্য বন্ধু পশু দ্বারা কি তৃপ্তি সাধিত হয়?

অতএব শ্রেয়ার্থী ব্যক্তি বেদজ্ঞ শান্ত আচার্য্যের আশ্রয় লইবেন এবং আত্মপ্রদ হরি যাহাতে তুষ্ট হন, এরূপ সেবা দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। অনাসক্তি দয়া মৈত্রী বিনয় শৌচ তপঃ ক্ষমা মৌন বেদপাঠ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা, সুখদুঃখে সমভাব, সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দর্শন, গৃহাদির প্রতি উপেক্ষা, জীর্ণবস্ত্রখণ্ড পরিধান, 'সন্তোষঃ যেন কেন চিৎ' যাহা কিছু পাইবে তাহাতেই সন্তোষ, ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য সকল শাস্ত্রে অনিন্দার ভাব, মন বাক্য ও কর্ম্মের সংযম এবং

শমদম শিক্ষা করিবে। শ্রীহরির জন্ম কর্ম্ম ও গুণের শ্রবণ কীর্ত্তন এবং ধ্যান করিবে। সকল কর্ম্ম এবং সমস্ত সদাচার ও সমস্ত প্রিয় ব্যক্তি ও দ্রব্য তাঁহাকেই নিবেদন করিবে। ভক্তগণের সহিত সৌহার্দ্দ এবং স্থাবর জঙ্গম বিশেষতঃ সাধুগণের পরিচর্য্যা করিবে। ভক্তসঙ্গে কথোপকথন দ্বারা সন্তোষ, দুঃখনিবৃত্তি, এবং পরস্পর হরিস্মরণ দ্বারা প্রেম লাভ করিয়া শরীর পুলকিত হইবে। এই ভাগবতধর্ম্মার্জ্জিত শক্তি দ্বারাই মায়াকে অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে।—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিগণ, পরমাত্মার স্বরূপ কি, বলুন। পিপ্পলায়ন বলিলেন, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু—কিন্তু স্বয়ং হেতুবিবর্জ্জিত, যিনি স্বপ্ন জাগরণ সুষুপ্তি ও সমাধিতে নিত্য নিত্যরূপে বিদ্যমান, দেহ প্রাণ মন আদি তাবৎ ইন্দ্রিয় যাঁহা দ্বারা সঞ্জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, অথচ ইহারা কেহই যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাঁহার জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই, তিনিই পরব্রহ্ম। তিনি স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং প্রমাণ-নিরপেক্ষ। ভক্তি দ্বারা চিত্তমল ক্ষালিত হইলে চক্ষুর সম্মুখে সূর্য্যের ন্যায় আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন।—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কর্ম্মদ্বারা পুরুষ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি ও নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে? আবির্হোত্র বলিলেন, বেদের ফলশ্রুতি কর্ম্মে রুচি উৎপাদন জন্য। বেদোক্ত কর্ম্ম আসক্তিশূন্য হইয়া, ও ঈশ্বরে ফলার্পণ করিয়া করিলে তাহা দ্বারাই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয়। বেদের বিধান ও তন্ত্রের বিধিমত কেশবের অর্চ্চনা করিলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে নিজ অভিমত মহাপুরুষের মূর্ত্তিবিশেষকে পূজা করিবে। আরাধ্য মূর্ত্তির সম্মুখে শুচির সহিত উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহকে শোধন ও অঙ্গন্যাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া হরির অর্চ্চনা করিবে। নিজ আত্মা দেহ ও আসনকে পবিত্র করিয়া যথালব্ধ উপচারাদি দ্বারা মূলমন্ত্রাবলম্বনে সেই প্রতিমার অর্চ্চনা করিবে। তন্ময় হইয়া ধ্যান করিতে করিতে শ্রীহরিকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবে।

রাজা নিমি বলিলেন, শ্রীহরি জন্ম স্বীকার করিয়া যে জন্মে যে

কার্য্য করিয়াছেন বা করিবেন, তাহা বলুন। শ্রীদ্রুমিল বলিলেন, শ্রীভগবানের গুণ অনন্ত। এই ব্রহ্মাণ্ডপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তিনি তাহাতে অংশরূপে প্রবেশ করেন, তাই তিনি 'পুরুষ'। সৃষ্টি নিমিত্ত রজোগুণ হইতে ব্রহ্মা, পালন নিমিত্ত সত্ত্বগুণ হইতে বিষ্ণু ও নাশ নিমিত্ত তমোগুণ হইতে রুদ্রের আবির্ভাব। ধর্ম্মের ভার্য্যা দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র নিজ পদের জন্য ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে কামদেবকে পাঠান। কামদেব ও তাঁহার অনুচরগণ ব্যর্থ ও লজ্জিত হইয়া নারায়ণের স্তবস্তুতি করিয়া চলিয়া আসেন।—বিষ্ণু হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া দত্তাত্রেয়কে আত্মযোগ উপদেশ করেন। দত্তাত্রেয় সনৎকুমারকে, সনৎকুমার আমার পিতা ঋষভদেবকে তাহা বলেন। তিনি হয়গ্রীবাবতারে বেদ সকলের উদ্ধার, মৎস্যাবতারে সত্যব্রত মনু দ্বারা পৃথিবী ও ওষধি সকলকে রক্ষা, বরাহাবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষবধ, কূর্ম্মাবতারে সমুদ্রমন্থনকালে স্বীয় পৃষ্ঠে মন্দার পর্ব্বত ধারণ, কুম্ভীর-বদন হইতে গজেন্দ্রকে রক্ষা, নৃসিংহাবতারে গোষ্পদজলে নিমগ্ন বালখিল্যগণকে রক্ষা, বৃত্রাসুরবধ করিয়া ইন্দ্রকে উদ্ধার এবং অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার, বামনাবতারে বলির নিকট হইতে পৃথিবী লইয়া দেবগণকে দান, পরশুরামাবতারে হৈহয়কুল ও একুশবার সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল নাশ এবং শ্রীরামচন্দ্র অবতারে রাবণ বধ করিয়া সীতার উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য করেন। তিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কর কার্য্য সকল করিবেন, পরে অযোগ্য যজ্ঞকারীগণকে অহিংসাবাদে বিমোহিত করিবেন, এবং কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শূদ্ররাজগণকে নিহত করিবেন।

শ্রীরাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিগণ, প্রায়শঃ লোকেরা শ্রীহরিকে ভজনা করে না, সেই অশান্ত পুরুষগণের কি গতি হইবে? চমস বলিলেন, যাহারা না জানিয়া ভজনা করে না, বা জানিয়াও ঈশ্বরের অবজ্ঞা করে, তাহারা গুণানুসারে নিয়ন্ত্রিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে পতিত

হয়। যে সকল স্ত্রী শূদ্র হরিকথা শ্রবণে বিমুখ, তাহারা কৃপাপাত্র। উপনয়নসংস্কার ও বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা হরি-পদের নিকটবর্ত্তী হইয়াও কোন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বেদ-বাদে বিমূঢ় হইয়া কর্ম্মফলে আসক্ত হয়। কি প্রকার কর্ম্ম করিলে বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা না জানিয়া মনে করে সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি, চাতুর্ম্মাস্য যোগ করিলেই অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া তথায় অপ্সরাগণসহ বিহার করিব। তাহারা অভিচারাদি করিয়া দাম্ভিক হয়. সাধুগণকে উপহাস করে, স্ত্রীসুখই পরম সুখ মনে করে, বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করে না, প্রকৃত বেদার্থ বোঝে না, কখনও ঈশ্বরকে স্মরণও করে না, সর্ব্বদা নিজ নিজ বাসনা পূরণে মত্ত। বেদে যে স্ত্রীসঙ্গ আমিষভোজন ও মদ্যসেবার ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রাণিগণের ইচ্ছাধীনমাত্র, বেদ ঐ সকল কার্য্যে কোন বিধি দেন না, সুতরাং নিবৃত্তিই শ্রেয়স্কর। ধন ধর্ম্মের জন্য, কিন্তু অবোধ লোকেরা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া ধন কেবল দেহভোগের নিমিত্ত ব্যয় করে। বেদবিহিত স্ত্রীসঙ্গ সন্তানোৎপাদন জন্য মাত্র, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে। ভক্ষণের জন্য পশুবধই হিংসা, মদ্যের আঘ্রাণ দ্বারাই পান হয়। অজ্ঞ লোকেরা ঐ সকল কথা বা কার্য্যের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কেবল ইন্দ্রিয়সেবার্থ ঐ সকল কার্য্য করে। —'দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্'—যাহারা পরের শরীরের প্রতি দ্বেষ করে, তাহারা নিজ আত্মাস্বরূপ হরিকেই দ্বেষ করে। তাহারা আত্মঘাতী, অকৃতার্থ, স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হইলেও মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যায়।—

শ্রীরাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কোন্ কালে কোন্ বর্ণ, এবং কি আকারে, কোন্ নামে, কি বিধানে তাঁহার পূজা হয়? শ্রীকরভাজন্ বলিলেন, সত্যযুগে তিনি শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ বল্কলবসন দণ্ডকমণ্ডলুযজ্ঞোপবীতাদিধারী ব্রহ্মচারীরূপে অবতীর্ণ হন। ঐ যুগে মানবগণ শান্ত ও স[illegible] হংস পরমাত্মা ইত্যাদি নামে তাঁহার আরাধনা করেন। ত্রেতায় রক্তবর্ণ যজ্ঞমূর্ত্তিরূপে বেদত্রয়োক্ত

কর্ম্মদ্বারা পৃশ্নিগর্ভ ইত্যাদি নামে পূজিত হন। দ্বাপরে শ্যামবর্ণ পীতবসন চক্রশ্রীবৎসকৌস্তুভাদিধারী বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ নারায়ণ ঋষি ইত্যাদি নামে নানা তন্ত্র-বিধানে অর্চ্চিত হন। কলিযুগে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১।৫।৩২

—কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রনীলজ্যোতিষ্মান্, (হৃদয়াদি) অঙ্গ, (কৌস্তুভাদি) উপাঙ্গ, (সুদর্শন চক্রাদি) অস্ত্র, ও (সুনন্দাদি) পার্ষদ সহিত তাঁহাকে সুবুদ্ধি মনুষ্যগণ সঙ্কীর্ত্তন-রূপ যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করেন। (স্বামীটীকা দেখুন)।

এইরূপে যুগানুরূপ নাম দ্বারা যুগানুবর্ত্তী লোকেরা সর্ব্বকল্যাণময় ঈশ্বরের পূজা করেন। গুণিগণ কলিযুগকে অভিনন্দন করেন, কারণ এই যুগে কেবল নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই পরম শান্তি এবং শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া জন্মমরণ হইতে নিবৃত্তি পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সত্যযুগে উৎপন্ন ব্যক্তিগণও কলিযুগে পুনরায় জন্মগ্রহণ বাঞ্ছা করেন। কলিযুগে কোন কোন স্থানে লোক সকল বিশেষভাবে নারায়ণপর হইবেন। দ্রাবিড় দেশে তাম্রপর্ণী কৃতমালা পয়স্বিনী কাবেরী ও মহানদীর জল যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বাসুদেবের ভক্ত হইয়া থাকেন। মুকুন্দ-স্মরণে দেবঋণাদি সকল ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা পতিত হইলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়।—নারদ বলিলেন, নব-যোগীন্দ্রগণ এই বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা নিমি তাঁহাদের কথিত এই ভাগবত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া যথাকালে পরমাগতি লাভ করিলেন। —হে বসুদেব, শ্রীহরি তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিয়ত দর্শন ভোজন উপবেশন আলিঙ্গনাদি দ্বারা পুত্রস্নেহে তোমাদের আত্মা পবিত্র হইয়াছে, তোমাদের যশে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। শিশুপাল, পৌণ্ড্রকবাসুদেব, শাল্বাদি নৃপগণ শত্রুভাবে তন্ময় হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে ভাবিয়া তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদের আর কথা কি? বসুদেব, যে সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর নিজ ঐশ্বর্য্য গুপ্ত রাখিয়া মনুষ্যভাব ধারণ করিয়াছেন,

তাঁহাকে পুত্র জ্ঞান করিও না, নিঃসঙ্গ হইয়া ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তুমিও পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে।—বসুদেব ও ভাগ্যবতী দেবকী এই সকল কথা শুনিয়া সর্ব্বমোহ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

৬—৯ অধ্যায়

ব্রহ্মাদি, উদ্ধব, যদু, অবধূত, চব্বিশগুরু

অনন্তর একদা ব্রহ্মাসহ প্রধান প্রধান দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ সিদ্ধ চারণ ও বিদ্যাধরগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে দ্বারকায় আসিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করিয়া স্বর্গের উদ্যানজাত পুষ্পের বহু মাল্য দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার বহু স্তব করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, আমরা ভূভারহরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমাদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া এক্ষণে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে, আপনারও এই পৃথিবীতে একশত পঁচিশ বৎসর অতীত হইল। দেবকার্য্য অবশিষ্ট নাই, যদুকুল নষ্টপ্রায়। অতএব এখন স্বধামে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। ভগবান্ বলিলেন, ব্রহ্মন্, তুমি ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু আমি এই উদ্ধত বিপুল যাদবকুলকে সংহার না করিয়া গেলে ইহারা সমুদয় লোক নষ্ট করিবে। ব্রহ্মশাপে ইহার নাশ আরম্ভ হইয়াছে, এই কার্য্য শেষ করিয়া আমি তোমার ভবনে যাইব। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবাদি সকলসহ প্রস্থান করিলেন।—এদিকে দ্বারকায় মহা উৎপাত আরম্ভ হইল। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদুবৃদ্ধদিগকে বলিলেন, একে ত এই সকল উৎপাত, তার উপর দুর্নিবার ব্রহ্মশাপ, অতএব চল, আমরা সকলে অদ্যই পুণ্যতীর্থ প্রভাসে যাই, আর অপেক্ষা করিব না। আমরা সেই তীর্থে স্নান ও অন্নাদি দান করিয়া সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইব। যাদবগণ রথাদি সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিরানুগত উদ্ধব তাঁহার বাক্য শুনিয়া এই সকল উদ্যোগ এবং অশুভ চিহ্ন দেখিয়া নির্জ্জনে আসিয়া শ্রীভগবানের পদে মস্তক অর্পণ করিয়া বলিলেন, হে যোগেশ, দেবদেবেশ, আপনি সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপের প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিলেন না, তখনই

বুঝিলাম, যদুকুল সংহার করিয়া আপনি এক্ষণে এই মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। হে কেশব, হে নাথ, আমি ত ক্ষণার্দ্ধকালও আপনার পদকমল ছাড়িয়া এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে আপনার ধামে লইয়া চলুন। অমৃতস্বরূপ আপনার ক্রীড়া সকল আস্বাদন করিলে লোকের আর অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আপনার ন্যায় প্রিয়কে ছাড়িয়া আমরা কিরূপে শয়ন উপবেশন গমন ক্রীড়া স্নান ও ভোজনাদি করিব? আপনার ভুক্ত মাল্য গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হইয়া ও আপনার ত্যক্ত প্রসাদ খাইয়াই আমরা যে জীবন অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে কিরূপে সেই মায়া জয় করিব?

বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্ন লোকবিড়ম্বনম্॥ ১১।৬।৪৭-৪৯

—বসনহীন ঊর্দ্ধরেতা ঋষি সন্ন্যাসী ও শ্রমণগণ শান্ত ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আপনার ব্রহ্ম নামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্, এ সংসারে কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা আপনার গতি হাস্য দর্শন ও পরিহাস, যাহা মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনি দেখাইতেছেন, তাহাই স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া এই দুস্তর অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইব।

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, ভগবান্ দেবকীনন্দন এইরূপে নিবেদিত হইয়া তাঁহার একান্ত প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন—

শ্রী ভগবান্ বলিলেন, হে মহাভাগ, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় যে উদ্দেশ্যে আমি অংশাবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাদি লোকপালগণ এখন আমার প্রত্যাগমন ইচ্ছা করেন। শাপদগ্ধ এই যদুকুল পরস্পর কলহ করিয়া বিনষ্ট হইবে, তৎপর সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই পুরী প্লাবিত করিবে। আমি এই লোক

ত্যাগ করিয়া গেলেই ইহা মঙ্গলহীন হইবে এবং কলিও আসিয়া অচিরেই ইহাকে গ্রাস করিবে। কলিযুগে লোকদের অধর্ম্মেই রুচি হইবে, সুতরাং তুমি এখানে আর বাস করিও না।

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্॥ ১১।৭।৬

—তুমি স্বজন ও বন্ধুগণের প্রতি সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া, আমাতে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করিয়া, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া, পৃথিবীতে বিচরণ কর।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকলই নশ্বর ও মায়াময়। চিত্তের বিক্ষেপই ভেদবুদ্ধির কারণ। অতএব সংযতচিত্ত হইয়া জগৎকে আত্মাতে এবং আত্মাকে অধীশ্বররূপে আমাতে দর্শন কর। কোন বিঘ্ন যেন তোমাকে প্রতিহত করিতে না পারে। বালক যেমন দোষগুণবুদ্ধি নিয়া কোন কর্ম্ম করে না, তুমিও সেইরূপ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া কর্ম্ম করিও।

সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ॥ ১১।৭।১২

—যে সকলভূতের সুহৃৎ ও শান্ত. শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, সে বিশ্বকে আমাদ্বারা অনুস্যূত দর্শন করে, এবং আর কখনও তাহাকে এই সংসারে আসিতে হয় না। (স্বামিটীকা দেখুন)।

উদ্ধব ইহা শুনিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে যোগাত্মন্, যোগসম্ভব, আপনি যে ত্যাগের কথা আমাকে বলিলেন, হে ভূমন্, বিষয়মুখীগণের এইরূপ সকল কামনা-ত্যাগ যে বড়ই দুষ্কর। আপনারই মায়ায় আমরা সর্ব্বদা যে 'আমি' 'আমার' এই মোহেই ডুবিয়া আছি। আপনার এই ভৃত্যকে এইরূপে অনুশাসন করুন, যেন আপনার বাক্য সহজে পালন করিতে পারি। আমি আর কাহার কাছে এই বিষয়ে জানিতে যাইব? স্বয়ং ব্রহ্মাও আপনার মায়াধীন। নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া এবং নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া নরসখা নারায়ণ সর্ব্বাধীশ আপনার শরণ লইলাম। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ॥

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্ত বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥ ১১।৭।১৯, ২০

—পৃথিবীতে যাঁহারা লোকতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহারা আত্মজ্ঞানদ্বারা অশুভ কামনা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত রাখেন। আত্মাই গুরু, বিশেষতঃ মানুষের ; কারণ, সে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়বিধ জ্ঞানদ্বারা শ্রেয়ের পথ বুঝিয়া লইতে পারে।

উদ্ধব, প্রাণীমধ্যে মানুষই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। জ্ঞানভক্তিতে বিচক্ষণ ও অপ্রমত্ত হইলে এই মানুষ দেহেই আমি দর্শন দেই। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে যদু ও অবধূতের এক প্রাচীন কাহিনী তোমাকে বলিতেছি।—একদা ধর্ম্মবিদ্ যদু যথেচ্ছবিচরণকারী এক তরুণ পণ্ডিত অবধূত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন কর্ম্মও করিতেছেন না, বা আপনার কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই, গঙ্গাসলিলমধ্যস্থ হস্তীর ন্যায় কামলোভাদিতেও উত্তপ্ত হইতেছেন না, আত্মাতেই রমণ করিতেছেন। আপনার এ আনন্দের কারণ কি? এ বুদ্ধিই বা কোথা হইতে আসিল? ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্, আমি বহু গুরুর নিকট এই বুদ্ধি লাভ করিয়াছি। পৃথিবী নানা উৎপাতে আক্রান্ত হইয়াও সর্ব্বদা অবিচলিত থাকে ; তাহার নিকট শিখিলাম, আপন ব্রতে অচল থাকিবে। পর্ব্বত ও বৃক্ষকে লোকে আপন প্রয়োজনে কাটিয়া নিলেও তাহারা কিছুই বলে না ; তাহাদের নিকট শিখিলাম, পরার্থে জীবনধারণ করিবে। বায়ু গন্ধ বহন করে মাত্র, নিজে তদ্দারা লিপ্ত হয় না ; তাহার নিকট শিখিলাম, বিষয়ে প্রবিষ্ট হইয়াও বাক্য ও বুদ্ধি অবিকৃত রাখিয়া সর্ব্বদা অনাসক্ত থাকিবে। আকাশ যখন ঘটের ভিতর থাকে, তখন সে কত ক্ষুদ্র, কিন্তু তখনও সে অনন্ত বহিরাকাশের সঙ্গে যুক্ত ; আর বহিরাকাশ বায়ুচালিত মেঘে ব্যাপ্ত থাকিয়াও ঐ মেঘ দ্বারা কখনও স্পৃষ্ট হয় না ; তাহার নিকট শিখিলাম, আত্মাকে দেহের সহিত অ-সঙ্গ, গুণাদি দ্বারা অ-স্পৃষ্ট, এবং স্থাবর জঙ্গমে অবিচ্ছেদ্যভাবে পরিব্যাপ্ত জানিয়া ব্রহ্মস্বরূপে ভাবনা করিবে। জলের নিকট শিখিলাম, উহার ন্যায় সর্ব্বদা স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ও মধুর থাকিয়া মুনিগণের মত দর্শন স্পর্শন ও

কীর্ত্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করিবে। অগ্নি অদৃশ্যভাবে কাষ্ঠের প্রতি কণায় অনুপ্রবিষ্ট, কখনও প্রচ্ছন্ন থাকেন, কখনও প্রদীপ্ত হইয়া ওঠেন, সকল ময়লা দগ্ধ করেন, যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করেন, অথচ কোন কিছু দ্বারাই কলুষিত হন না। অগ্নির নিজের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নাই; উৎপত্তি-বিনাশ শিখার, অগ্নির নহে। সুতরাং অগ্নির নিকট শিখিয়াছি, শ্রীভগবান্ সমগ্র বিশ্বে গুপ্তভাবে অনুস্যূত; তপস্যা ও তেজে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকিবে, কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও শ্রেয়স্কামীগণ দ্বারা প্রকাশ্যে সেবিত হইয়াও পাপমলে লিপ্ত হইবে না; আমরা যে সকল উৎপত্তি বিনাশ দেখি, তাহা ভূত সকলের, আত্মার নহে। চন্দ্রের নিকট শিখিয়াছি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল বিকার নানাভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহা দেহের, আত্মার নহে, যেমন চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি কাল-প্রভাবে হয়, উহা চন্দ্রের নিজের হ্রাসবৃদ্ধি নহে। সূর্য্য হইতে শিখিয়াছি, আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন, স্থূলবুদ্ধি বশতঃ লোকে নানা উপাধিগত একই আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা মনে করে, যেমন সূর্য্যরশ্মি জলপাত্রের আকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য বলিয়া প্রতীত হন; আর, সূর্য্য যেমন পৃথিবীর জল আকর্ষণ করিয়া প্রাণিগণের উপকারার্থে উহা পৃথিবীকেই পুনঃ প্রত্যর্পণ করেন, মানুষও তেমন ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহা যথাকালে অর্থিগণকে প্রত্যর্পণ করিবে। কপোতের নিকট শিখিয়াছি, কাহারও প্রতি অতিস্নেহ বা আসক্তি করিবে না, তাহাতে পরিণামে সন্তাপ ভোগ করিতে হয়—কিরূপে, শুনুন। এক কপোত এক কপোতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া বৃক্ষচূড়ে নীড় প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা একত্র বনে বিচরণ করিত ও কপোতী যখন যাহা চাহিত, যেরূপে হউক, সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। কপোতী কয়েকটী সন্তান প্রসব করিল। দম্পতী তাহাদের সুখস্পর্শ মধুর কূজন ও অঙ্গচেষ্টা দ্বারা পরম আনন্দ লাভ করিত। একদিন আহার-অন্বেষণে উভয়ে বনে বিচরণ করিতেছে, ইত্যবসরে এক দুরন্ত ব্যাধ আসিয়া ভূমিতলে ইতস্ততঃ বিচরমাণ ঐ

শাবকগুলিকে অনায়াসে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। মায়ামুগ্ধা কপোতী ফিরিয়া আসিয়া ইহা দেখিয়া রোদন করিতে করিতে শাবকগুলির নিকটস্থ হইয়া নিজেও ঐ জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। কপোত আসিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। 'আমি এই স্নেহের পুত্তলীগুলিকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া কেনই বা এই শূন্য নীড়ে একাকী বাস করিব,' এই ভাবিয়া ঐ কপোতও ইচ্ছাপূর্ব্বক গিয়া ঐ ব্যাধের জালে প্রবিষ্ট হইল। ব্যাধ আসিয়া অক্লেশে এতগুলি খাদ্য পাইয়া সিদ্ধকাম হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।—মানবজন্ম মুক্তির দ্বার স্বরূপ, যে ব্যক্তি অত্যাসক্তি বশতঃ এই কপোতের দশা প্রাপ্ত হয়, সে নিতান্তই লক্ষ্যভ্রষ্ট।

রাজন্, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয়ত্র ইন্দ্রিয়জনিত সুখ দুঃখ একই রকম; সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুখভোগের জন্য লালায়িত হইবে না, অজগরের ন্যায় যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা শরীর মাত্র নির্ব্বাহ করিবে, কিছু না পাইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে। সমুদ্র যেমন গভীর ও অপার, বর্ষায় নদীজলে স্ফীত বা গ্রীষ্মে জলাভাবে শুষ্ক হয় না, নারায়ণপর মুনিও সেইরূপ হইবেন। পতঙ্গ যেমন বহ্নির উজ্জ্বল রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে পড়িয়া মরে, মূর্খ ব্যক্তি তেমন বস্ত্রাভরণভূষিত স্ত্রীরূপে মুগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। মধুকর যেমন ছোট বড় সকল ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তেমন ছোট বড় সকল হইতে সার সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু মধুকর যে মধু সঞ্চয় করে, তাহা অপরে আসিয়া লইয়া যায়; লুব্ধ ব্যক্তি তেমন অতি কষ্টে যে অর্থ সঞ্চয় করে, তাহা অপরে আসিয়া ভোগ করে; আবার মধুকর কখনও কখনও নিজ আহার্য্যের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। গজ করিণীর অঙ্গসঙ্গ লাভের জন্য গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া আবদ্ধ হয়, অতএব ভিক্ষু কাষ্ঠময়ী যুবতী মূর্ত্তিকেও পদদ্বারাও স্পর্শ করিবে না। হরিণের নিকট শিখিবে যে সে ব্যাধের গীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহা দ্বারা আবদ্ধ হয়, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীগণের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হইয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং কখনও গ্রাম্য নৃত্যগীতাদি শুনিবে না। মৎস্যের নিকট

শিখিবে যে রসনা জয় না করিতে পারিলে বিনাশ নিশ্চিত। বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা ছিল, তাহা হইতে আমি একটি বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছি। সে এক রজনীতে উত্তম বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া শুল্কদ প্রণয়ীর আগমনপ্রতীক্ষায় গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। 'এই ব্যক্তি আসিল না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় আসিবে', সর্ব্বক্ষণ এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া গৃহের বাহিরে যায়, আর সেখান হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে—এইভাবে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিল। তখন তাহার মনে হঠাৎ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, অহো, আমি কি মূর্খ, কি মোহগ্রস্ত, নিজ দেহ বিক্রয় করিয়া অন্য একটা দেহ হইতে রতি ও বিত্ত পাইতে ইচ্ছা করিতেছি! সে ভাবিল—

> সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
> অকামদং দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা॥
> সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
> তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা॥ ১১।৮।৩১,৩৫

—যিনি সর্ব্বদা নিকটে আছেন, পরম মনোহর, সকল সুখের আকর, নিত্য-সম্পদদাতা, তাঁহাকে ছাড়িয়া, আমি মূর্খ, যে কোন প্রকৃত সুখ দেয় না, কেবল দুঃখ ভয় শোক মোহই দেয়, তাহার ভজনা করিতেছিলাম। শরীরীদিগের যিনি সুহৃৎ প্রিয়তম নাথ ও আত্মা, তাঁহার নিকট এই দেহ বিক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহারই সহিত আমি রমণ করিব।

ভগবান্ বিষ্ণু নিশ্চয় আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, যেহেতু আমার এক্ষণে কামনাভঙ্গজনিত এই সুখপ্রদ নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অতএব আমি -

> তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।
> ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্॥ ১১।৮।৩৯

—শ্রীবিষ্ণুপ্রদত্ত বৈরাগ্যরূপ উপহার মস্তকে ধারণ করিয়া, বিষয়সঙ্গজাত সর্ব্বপ্রকার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া, সেই অধীশ্বরের শরণ লইলাম।

পিঙ্গলা এইরূপে উপশম লাভ করিয়া শয্যায় গিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিতা হইল। রাজন্, আশাই দুঃখের কারণ, আশাত্যাগেই সুখ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্, আসক্তই প্রকৃত দুঃখী, যাহার কিছু নাই, সে-ই সুখী। যে দুর্ব্বল কুরর পক্ষীর মুখে মাংসখণ্ড আছে, অন্য কুরর সেই মাংসখণ্ডের জন্য তাহাকে বধ করিতে যাইবে, মাংসের খণ্ডটী ফেলিয়া দিলে আর তাহার দিকে যাইবে না। কুরর পক্ষীর কাছে আমি অকিঞ্চনতা শিখিলাম। অজ্ঞ বালকের কোন মান অপমান বা গৃহীদিগের ন্যায় কোন চিন্তা ভাবনা নাই, যে ব্যক্তি গুণাতীত হইতে পারে, তাহারও তদ্রূপ। বালকের কাছে আমি আত্মক্রীড়তা শিখিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসারে বিচরণ করি। এক কুমারীর হাতে একাধিক কঙ্কণ থাকায় সে নিঃশব্দে গৃহকার্য্য করিতে পারিল না, তখন একটী মাত্র রাখিয়া অন্য কঙ্কণগুলি সব ভাঙ্গিয়া দিল। তাহার নিকট শিখিলাম, সাধন-কামী একাকী বাস করিবেন। শরনির্ম্মাতা তদ্গতচিত্তে শর নির্ম্মাণ করিতেছে, স্বয়ং রাজা মহা কোলাহল করিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন, সে কিছুই জানিতে পারিল না—তাহার কাছে শিখিলাম, চঞ্চল মনকে শ্বাস আসনাদি দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া এক বস্তুতে যুক্ত করিবে। সর্পের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, পরকৃত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া সুখে কিছুক্ষণ তাহাতেই থাকে, একা বিচরণ করে, তাহার যে বিষ আছে, তার গতি দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিবে না। সর্পের নিকট শিখিলাম, অনিকেতনতাই সুখ, গৃহপরিবারই দুঃখের কারণ। উর্ণনাভ যেমন নিজ হৃদয় হইতে মুখের দ্বারা সূক্ষ্ম সূত্র বিস্তার করিয়া তাহা দ্বারাই ক্রীড়া করিয়া থাকে, আবার তাহাই গ্রাস করে, মহেশ্বর তেমন এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, ইহার স্থিতি সাধন করিয়া, অবশেষে স্বয়ং ইহার সংহার করেন—উর্ণনাভের নিকট এই শিক্ষা পাইলাম।

কীটঃ পেশস্কৃতঃ ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্॥ ১১।৯।২৩

—রাজন্, কোন কোন কীট অন্য কীট কর্ত্তৃক ধৃত ও তাহার গর্ত্তমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভয়ে ধ্যান করিতে করিতে নিজ দেহ পরিত্যাগ না করিয়াই ঐ কীটের রূপ প্রাপ্ত হয়।

ইহার নিকট শিখিলাম, তন্ময় হইয়া ধ্যান করিলে ভগবৎসারূপ্য লাভ হয়। এই সকল গুরু ছাড়াও আমার আর একটী গুরু আছে, তাহা আমার নিজ দেহ। ইহার সাহায্যেই তত্ত্বসকল নির্ণয় করিয়া অসঙ্গরূপে বিচরণ করিতেছি। এই দেহ কত কষ্ট স্বীকার করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার বিস্তার করে, তাহাদের জন্য আবার কত কষ্টে ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু অন্তিমে বৃক্ষের ন্যায় দেহান্তরের বীজ সৃষ্টি করিয়া নিজেকে বিনাশ করে।—

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তির্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥
লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

—জিহ্বা তৃষ্ণা শিশ্ন ত্বক উদর শ্রোত্র ঘ্রাণ চক্ষু কর্ম্মশক্তি—ইহারা প্রত্যেকে এক এক দিক হইতে এই দেহকে, বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানে, সেইরূপ টানিতেছে। বহু জন্মের পর অনিত্য কিন্তু সকল অর্থের সাধক এই মানুষদেহ লাভ করিয়া ধীর ব্যক্তি সত্বর এইরূপ যত্ন করিবে যেন ইহার আর অধোগতি না হয়, এবং সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ হয়। ১১।৯।২৭,২৯

এই সকল শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া আমি বৈরাগ্যপ্রভাবে মুক্তসঙ্গ ও নিরহঙ্কার হইয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি।—

নহ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ ১১।৯।৩১

—একজন গুরুর নিকট হইতে প্রচুর ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না, কারণ, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা তাঁহাকে নানাভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভগবান্ বলিলেন, সেই গভীরবুদ্ধি ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিয়া যদুরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ও নিজে তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া যেমন আসিয়াছিলেন, প্রীতমনে তেমনই চলিয়া গেলেন। হে উদ্ধব, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিপুরুষ যদু সেই অবধূতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিয়া সমচিত্ত হইয়াছিলেন।

১০ অঃ ১—৩৪ শ্লোঃ

শ্রীভগবান্ বলিলেন, উদ্ধব, আমিই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আমার কথিতমত স্বধর্ম্মে অবহিত হইয়া নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রম ও কুলাচার আচরণ করিবে। প্রবৃত্তির পথ পরিহার করিয়া নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিবে। আত্মতত্ত্বান্বেষী কর্ম্মপ্ররোচনার আদর করেন না। আমাকে জানে, এবং আমাগতচিত্ত, এরূপ শান্ত গুরুর উপাসনা করিবে। যম নিয়ম অনুষ্ঠান করিবে, অসূয়া অভিমান মমতা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি অভ্যাস করিবে। আত্মা এক, দেহ হইতে ভিন্ন, দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহার গুণ ধারণ করে মাত্র। জ্ঞানের দ্বারাই জীবের দেহাত্মবোধ নিরস্ত হয়। আচার্য্য নিম্নস্থ ও শিষ্য উপরিস্থ অরণি, বেদশিক্ষা উভয় অরণির মধ্যস্থ অগ্ন্যুৎপাদনের মন্থনকাষ্ঠ, এবং আত্মজ্ঞান অরণি-মন্থন-জাত বহ্নিস্বরূপ। ইহা সকল মায়ামোহকে দগ্ধ করিয়া অবশেষে ইন্ধনরহিত অগ্নির ন্যায় স্বয়ংই শমতা লাভ করে। আত্মা সুখ-দুঃখের ভোক্তা নহে, মৃত্যুর অধীন নহে, সে স্ব-তন্ত্র। সুখ-দুঃখ এখানে যেমন, স্বর্গেও তেমন, উহা পরাধীনতা ও ভয়ের কারণ।

১০ অঃ ৩৫ শ্লোঃ—১১ অঃ ২৫ শ্লোঃ

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন, বদ্ধ ও মুক্তের স্বরূপ প্রভেদ ও লক্ষণ কি? শ্রীভগবান্ বলিলেন—বন্ধন বা মুক্তি আত্মার স্বরূপ নহে, উহা সত্ত্বাদি গুণ-জনিত। গুণ আমার মায়ারচিত। এক বৃক্ষে তুল্যস্বরূপ দুইটী পক্ষী, একটী ফল খায়, অপরটী দেখে মাত্র। প্রথমটী গুণের বশ হইল, দ্বিতীয়টী মুক্ত রহিল। বদ্ধের আসক্তি ও 'আমি নিজেই কর্ত্তা'—এই ভাব, আর মুক্ত নিঃসঙ্গ প্রিয়াপ্রিয়ভাব-শূন্য, অকর্ত্তা। আসক্তি ও অভিমান অবিদ্যা, আমাতে একান্ত নিষ্ঠা বা ভক্তিই বিদ্যা। বিদ্যা অভ্যাসে হয়, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি এই অভ্যাস। অভ্যাস দ্বারা মন স্থির হইলে সকল কর্ম্ম আমার জন্য করিতেছ এই ভাব আসিবে, ইহাই কর্ম্মার্পণ। বদ্ধ এইরূপে ক্রমে মুক্ত হয়।

১১ অঃ ২৬ শ্লোঃ—১২ অঃ ১৫ শ্লোঃ

উদ্ধব—উত্তম ভক্ত কে, উত্তম ভক্ত কিরূপে হয় ?

শ্রীভগবান্—যে ব্যক্তি ভক্তিই সর্ব্বার্থসাধক জানিয়া আমার সাধনায় তন্ময় ও আমার পূজার সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, আমাকে নিবেদিত অন্নমাত্র ভোজন করে, সর্ব্বভূতে আমাকে পূজা করে, সে-ই উত্তম সাধু। এই উত্তম ভক্তি সৎসঙ্গ দ্বারা যেমন জন্মে, বেদাধ্যয়ন ও ব্রত-তপস্যাদি দ্বারা তেমন জন্মে না। বৃত্রাসুর প্রহ্লাদ বৃষপর্ব্বা বলি বাণ ময় বিভীষণ সুগ্রীব হনুমান জাম্ববান গজেন্দ্র জটায়ু তুলাধার ব্যাধ কুব্জা ব্রজাঙ্গনাগণ ও যাজ্ঞিক পত্নীগণ, ইহারা সকলেই আমার নিজ সঙ্গ দ্বারা ভক্তি লাভ করিয়াছিল। আমার ভক্তের সঙ্গও আমারই সঙ্গ। দেখ, ব্রজাঙ্গনাগণ আমার সঙ্গকালে এক রাত্রিকে ক্ষণার্দ্ধ মনে করিত, আর, অক্রূর আসিয়া যখন আমাকে মথুরায় লইয়া গেল, তখন আমার বিরহে তাহারা এক রাত্রিকে এক কল্পবৎ মনে করিয়াছিল। আমার চিন্তায় তখন তাহারা নিজ দেহকেও জানিতে পারে নাই। নদীসকল যেমন সমুদ্রে পড়িয়া নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব হারায়, তাহারাও সেইরূপ আমাতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আমার স্বরূপ বা তত্ত্ব বুঝিত না, একমাত্র আমাকেই জানিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকেই পাইয়াছিল। উদ্ধব, তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সকল ছাড়িয়া একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারা আমারই শরণ লও, অকুতোভয় হইবে।

১২ অঃ ১৬ শ্লোঃ—১৩ অঃ ১৪ শ্লোঃ

উদ্ধব—আমার মনে একটী সংশয় জন্মিতেছে, কর্ত্তা কে—আত্মা, বা জীবের কর্ম্ম ? (স্বামীটীকা দেখুন)।

শ্রীভগবান্—সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট পরমেশ্বর মনোময় সূক্ষ্মরূপ, স্বর বা বেদবাণী আকারে স্থূলরূপ ধারণ করেন, যেমন কাষ্ঠ-ঘর্ষণ দ্বারা বায়ুসাহায্যে উত্থিত অনল ঘৃত পাইয়া বর্দ্ধিত হয়। আদিতে তিনি এক অব্যক্ত ছিলেন, মায়াশক্তি দ্বারা নিজেকে

বহুরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যেমন বীজসকল ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু রূপ ধারণ করে। কর্ম্মমাত্রই এই বিকাশের রূপ। সকল কর্ত্তাই তিনি, কর্ম্ম তাঁহারই মায়াশক্তি হইতে উৎপন্ন, তিনি পটতন্তুর ন্যায় এই বিশ্বে ওতপ্রোত। সংসারবৃক্ষে ভোগ ও মোক্ষ, বা দুঃখ ও সুখ, এই দুইটী ফল—আসক্ত দুঃখ-ফলের ও অনাসক্ত সুখ-ফলের ভোক্তা। উদ্ধব, তুমি একান্ত ভক্তি দ্বারা অর্জ্জিত বিদ্যারূপ কুঠারের সাহায্যে এই জীবোপাধি লিঙ্গদেহকে ছেদন করিয়া পরমাত্মায় লীন হও, পরে কুঠারও বর্জ্জন কর।

উদ্ধব—মানবগণ বিষয়কে বিপদের আধার জানিয়াও তাহা ভোগ করে। ইহার প্রতিকার কি ?

শ্রীভগবান্—ইহার প্রতিকার—সমুদয় বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আমাতে নিবিষ্ট করা। ইহাই আমার সঙ্গে যোগ। অপ্রমত্ত জিত-শ্বাস ও জিতাসন হইয়া ধীরে ধীরে আমাতে মনকে সমাহিত করিবে।

১৩ অঃ ১৫ শ্লোঃ—১৩ অঃ শেষ

উদ্ধব—সনকাদি ঋষিগণকে আপনি যে কালে ও যেরূপে যে যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্—সনকাদি ঋষিগণ একদা ব্রহ্মার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, চিত্ত ও বিষয়—ইহাদের একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ ত স্বাভাবিক, তবে কিরূপে ইহা অতিক্রম করা যায় ? ব্রহ্মা ইহার কোন সদুত্তর স্থির করিতে না পারিয়া আমাকে স্মরণ করায় আমি হংসরূপ ধারণ করিয়া ঐ ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? আমি বলিলাম যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেই সকলই আমি। চিত্ত ও বিষয় বা গুণ পরস্পরসম্বদ্ধ, জীব স্বশক্তি দ্বারা ঐ সম্বন্ধ অতিক্রম করিতে পারে না। দেহ জীবের প্রকৃত স্বরূপ নহে, উপাধিমাত্র, আমার স্বরূপই তাহার প্রকৃত স্বরূপ—এই তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেই চিত্ত ও বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে

বাসনাসমূহের একান্তনিবৃত্তি হয়। গুণাধীন মনের অবস্থা আমারই মায়া দ্বারা কল্পিত, আমার ভজনা দ্বারাই ঐ মায়া নিরস্ত হয়।—এইরূপ বলিয়া আমি স্বধামে প্রস্থান করিলাম।

১৪ অঃ ১—৩০ শ্লোঃ

উদ্ধব—ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেয়োলাভের বহু পথ উপদেশ করেন। সকল পথই কি সমান, না ভক্তিযোগই প্রধান ?

শ্রীভগবান্—পূর্ব্ব কল্পে সৃষ্টির প্রাক্কালে আমি ব্রহ্মাকে যে বেদবাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা পরম্পরাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপদেশ দ্বারা বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রিয়া যশ কাম ঐশ্বর্য্য শম দম যজ্ঞ তপস্যা দান ইত্যাদি পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকলই অনিত্য-ফল-ভোগাত্মক, সুতরাং শোকদুঃখপ্রদ। আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া যাহাদের মন তুষ্টিলাভ করে, তাহাদের সকলই সুখময় হয়। বিষয়ভোগীরা সে সুখ কোথায় পাইবে ?

> ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ১১।১৪।১৪

—যিনি সমগ্র চিত্ত আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমা ছাড়া ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, পৃথিবীর বা পাতালের আধিপত্য, যোগ-সিদ্ধি এমন কি পুনরায় জন্ম না হউক এমন প্রার্থনাও করেন না।

এইরূপ ভক্তের পদরেণু দ্বারা পূত হইবার জন্য আমি নিয়ত তাঁহাদের অনুগমন করি। প্রকৃত ভক্ত কখনও বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না। ভক্তি সমস্ত পাপ দগ্ধ করে, চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।—

> ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
> ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ১১।১৪।২০

—হে উদ্ধব, তীব্র ভক্তিদ্বারা আমাকে যেমন পাওয়া যায়, যোগধর্ম্ম সাংখ্যধর্ম্ম বেদাধ্যয়ন তপস্যা ও ত্যাগ দ্বারাও তেমন পাওয়া যায় না।

রোমহর্ষ আনন্দাশ্রু ইত্যাদি চিত্তের দ্রবীভাবসূচক লক্ষণ দ্বারা

এই ভক্তি প্রকাশিত হয়। অগ্নি-দগ্ধ স্বর্ণ যেমন আত্মমল পরিত্যাগ করে, ভক্তিপূত জীবও তেমন সমস্ত বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, এবং সেই চিত্ত আমাতেই লীন করে। চিত্ত-শুদ্ধির জন্য স্ত্রী-সংসর্গ, এমন কি স্ত্রী-সঙ্গীদিগের সঙ্গও ত্যাগ করিবে। সমগ্র মনই আমাতে সমাহিত করিবে।

১৪ অঃ ৩১ শ্লোঃ—ঐ অধ্যায় শেষ

উদ্ধব—আপনার ধ্যান কিরূপে করিতে হয়?

শ্রীভগবান্—ঋজুভাবে সম আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া, ক্রোড়দেশে এক হাতের উপর অন্য হাত রাখিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, রেচক কুম্ভক পূরক দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ শোধন করিবে। তৎপর, অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টানাদতুল্য হৃদয়স্থিত ওঙ্কার ধ্বনিকে মূর্দ্ধায় লইয়া গিয়া স্থির করিবে। প্রত্যহ ত্রি-সন্ধ্যায় দশবার করিয়া এইরূপ করিলে, এক মাসেই প্রাণবায়ু জয় করিতে পারিবে। তৎপর, হৃৎপদ্মে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিকে চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে আমার সকল বিভূতি-সম্পন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া, বুদ্ধি দ্বারা মনকে ধারণ করিয়া, কেবল আমার সহাস্য মুখমণ্ডলই চিন্তা করিবে, অন্য কোন অঙ্গেরই চিন্তা করিবে না। এই ধারণা সুদৃঢ় হইলে তখন মনকে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আকাশে ধারণ করিবে, তারপর, আকাশও ত্যাগ করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মস্বরূপে আরূঢ় করিবে। তখন আর ধ্যাতৃ-ধ্যেয় ভাব থাকিবে না, জ্যোতিতে জ্যোতির ন্যায় মিশিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

১৫ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ বলিলেন, চিত্ত স্থির হইলে যোগীদিগের নিকট সিদ্ধিসকল আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। উদ্ধব—সিদ্ধি কত প্রকার? কোন্ ধারণা দ্বারা কোন্ সিদ্ধি আসে? শ্রীভগবান্—সিদ্ধি ও ধারণা উভয়ই অষ্টাদশ প্রকার (ইহাদের নাম করিলেন)। যে যেরূপ ধারণা লইয়া আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া আমার সেই

বিশেষ রূপের ধ্যান করে, সে সেই শক্তি লাভ করে। জিতেন্দ্রিয় দান্ত জিতশ্বাস জিতাত্মা যে মুনি এই ভাবে ধারণা করেন, তাঁহার পক্ষে কোন সিদ্ধিই দুর্লভ নহে। কিন্তু,—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাঙ্খ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১১।১৫।৩৩, ৩৫

—এই সকল সিদ্ধিকে অন্তরায় বলে, কারণ ইহাতে মৎপরায়ণ উত্তম যোগীদের সময় নষ্ট হয়। সকল সিদ্ধিরই, এবং যোগ সাংখ্য ও ব্রহ্মবাদীদের সকল ধর্ম্মেরই, আমিই হেতু পতি ও প্রভু।

১৬ অধ্যায়

উদ্ধব—আপনার বিভূতিসকল শুনিতে ইচ্ছা করি। শ্রীভগবান্—কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে অর্জ্জুনকে ইহা বলিয়াছিলাম (গীতা, ১০ অঃ)। আমি সকল ভূতের অন্তরাত্মা ও অধিষ্ঠান, আমার বিভূতির কেহ সংখ্যা করিতে পারে না।

(আত্মিক ও ভৌতিক সকল শ্রেষ্ঠ গুণ ও বস্তুর নাম করিয়া বলিলেন),—

ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্ব্বাত্মনাপি সর্ব্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে কচিৎ॥ ১১।১৬।৩৮

—ঈশ্বর ও জীব, গুণ ও গুণী, এই যে দ্বিবিধ ভাব, ইহা সকলই সর্ব্বাত্মা আমি ছাড়া আর কিছুই নহে।

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড আমি সৃষ্টি করিয়াছি ও করিতেছি, আমার বিভূতিসমূহের সংখ্যা কে করিবে? হে উদ্ধব,—

যো বৈ বাঙ্‌মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ॥
তস্মাম্মনোবচঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তি যুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥ ১১।১৬।৪৩, ৪৪

—যে যতি বুদ্ধিদ্বারা বাক্য মন ও প্রাণকে সংযত করিতে না পারেন, তাহার ব্রত তপ ও দান কাঁচা ঘট হইতে সমস্ত জল চুয়াইয়া পড়িবার মত নিষ্ফল হয়। অতএব, আমাতে ভক্তিযুক্ত-বুদ্ধি ও আমা-পরায়ণ হইয়া মন বাক্য ও প্রাণকে সংযত কর, তাহাতেই কৃতকৃত্য হইবে।

১৭ অধ্যায়

উদ্ধব—স্বধর্ম্ম যেরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আপনাতে মানবগণের ভক্তি হয়, তাহা বলুন।

শ্রীভগবান্—বিভিন্নযুগে আমি বিভিন্নভাবে উপাসিত হইয়াছি। এক এক জাতিরও এক এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতি আছে। কিন্তু অহিংসা, সত্য, অ-চৌর্য্য, কামক্রোধলোভহীনতা, সর্ব্বভূতেব প্রিয় ও হিত চেষ্টা, সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। শৌচ, আচমন, স্নান সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চ্চনা, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য অভক্ষ্য ও অসম্ভাব্য বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে সদ্ভাব এবং মন বাক্য ও কায়াব সংযম—এ সমুদয় সকল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম।

(ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় কয়েকটী বিশেষ কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলিলেন)—

এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্
মদ্‌ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ॥
গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥ ১১।১৭।৩৬ ৩৮,৪২

—এইসকল নিয়মপালনরূপ মহাব্রত ধাবণ করিয়া ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইযা, তীব্র তপস্যাদ্বারা বাসনাসকল দগ্ধ করিয়া আমাতে ভক্তি লাভ করিয়া (সমাবর্ত্তন স্নান করিবেন)। তৎপর সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৃহাশ্রম প্রব্রজ্যা বা বনবাসবৃত্তি, যাহা ইচ্ছা অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্র কামভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই, ইহা ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তপস্যা ও অনন্তসুখ-লাভের জন্য হইয়াছে।

(ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া পরে সকল গৃহস্থের সাধারণ কর্ত্তব্য বলিতেছেন)—

কুটুম্বে আসক্ত হইবে না, কুটুম্ববান্ হইলেও অপ্রমত্ত থাকিবে।—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ ১১।১৭।৫৩

—পুত্র স্ত্রী আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত মিলন, পান্থশালায় মিলনের ন্যায়। স্বপ্ন যেমন নিদ্রাভঙ্গে নষ্ট হয়, এই সকল সম্পর্কও তেমন দেহান্তে লোপ পায়।

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥ ১১।১৭।৫৪

—এইরূপ বিবেচনা করিয়া মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়া অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিবে, গৃহে আসক্ত হইবে না।

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥ ১১।১৭।৫৭

—অহো. আমার বৃদ্ধ পিতামাতা ভার্য্যা ও শিশুসন্তানগণ আমা ব্যতীত দীন অনাথ ও দুঃখিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?

যাহারা এরূপ ভাবে, তাহারা মৃত্যুর পর তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

১৮ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ বলিলেন, বানপ্রস্থী ভার্য্যাকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা তাহাকে লইয়া আয়ুর তৃতীয় ভাগ বনে বাস করিয়া নিজের আহৃত বনজাত দ্রব্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, বল্কল পত্র বা অজিন পরিধান, কেশ লোম নখ শ্মশ্রু ধারণ, তিনবার স্নান ও ভূমিতলে শয়ন, গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি ও শীতে শীতল জলে তপস্যা করিবে। প্রব্রজিত ব্যক্তি, আপৎকালেও দণ্ডকমণ্ডলু ভিন্ন আর কিছুই ধারণ করিবেন না।—

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥
মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্ দেহচেতসাম্।
নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ॥ ১১।১৮।১৬, ১৭

—পবিত্র স্থান দেখিয়া পদক্ষেপ করিবেন, অপরিষ্কার জল কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবেন, সত্য বাক্য বলিবেন, মনের দ্বারা বিচার করিয়া শুদ্ধ আচরণ করিবেন। মৌন বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্ম্ম-পরিত্যাগ দেহের দণ্ড এবং প্রাণায়াম অন্তঃকরণের দণ্ড—যাহার এই তিন দণ্ড নাই, সে কেবল বংশ-দণ্ড ধারণ করিয়া যতি হইতে পারে না।

অনির্দ্দিষ্ট সাতটী মাত্র গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবে, ও আহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ যাচককে দান করিবে, সঞ্চয়ার্থ আহরণ করিবে না। সুখ-দুঃখাদি মায়ামাত্র জানিয়া, আত্মরত ও সমদর্শন হইয়া, সর্ব্বদা আমার

কথা চিন্তা করিয়া পুণ্যস্থানে বিচরণ করিবে। পরমহংস ধর্ম্ম—পরমহংস ত্রিদণ্ডাদি সহিত আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিধিনিষেধের বহির্ভূত মানাপমানশূন্য হইয়া বালক ও জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন। বেদবাদে বা শুষ্ক বাদবিবাদে রত হইবেন না। কাহারও উদ্বেগ জন্মাইবেন না, বা নিজে উদ্বিগ্ন হইবেন না। কাহারও সহিত শক্রতা করিবেন না, কারণ ভূত সকল একাত্মক। ভোজ্য দ্রব্যের জন্য চেষ্টা করিবেন, কারণ প্রাণ ধারণ দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান, এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ভোজ্য পাইলে হৃষ্ট বা না পাইলে বিষণ্ণ হইবেন না। ভোজ্য বা শয্যা উত্তম অনুত্তম যেমন হউক, গ্রহণ করিবেন। ত্রিদণ্ডধারী, অথচ অজিতেন্দ্রিয় অত্যাসক্ত অপক্কযোগী প্রতারক। শম ও অহিংসা ভিক্ষুর, তপশ্চর্য্যা ও আত্মানাত্মবিবেক বানপ্রস্থের, যজ্ঞ ভূতগণের রক্ষা ও ঋতুকালাভিগমন গৃহীর, আচার্য্যসেবা ব্রহ্মচারীর, ও আমার উপাসনা সর্ব্বলোকের ধর্ম্ম। ইহাতেই ভক্তি এবং ভক্তিতেই মুক্তি।

১৯ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আত্মবান ব্যক্তি এই সংসারকে মায়ামাত্র বুঝিয়া আমাকে একমাত্র ইষ্ট বলিয়া জানেন, আমি ছাড়া স্বর্গ বা মুক্তিও তাঁহার প্রিয় নহে। এই দেহ আদিতে ছিল না, অন্তেও থাকিবে না, মধ্যকালে কিছু সময়ের জন্য আপতিত হয় মাত্র, ইহা দ্বারা কি উপকার সাধিত হইতে পারে?

উদ্ধব—এই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মহৎজনের আকাঙ্ক্ষিত ভক্তিযোগ আমাকে বলুন। শ্রীভগবান্—পরমধার্ম্মিক ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে মোক্ষধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার সারাংশ এই—সমুদয় পদার্থই একাত্মক, যাহা নিত্য তাহাই সৎ, দৃষ্ট অদৃষ্ট সকল কর্ম্মফলই নশ্বর—ইহাই শুদ্ধ জ্ঞান। ভক্তিযোগ তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে আবার বলি—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥ ১১।১৯।২০-২৪

—আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, আমার স্তব, আমার সেবায় আদর, সকল অঙ্গ দ্বারা আমার অভিবাদন, আমা হইতেও আমার ভক্তের অধিক পূজা, সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ববোধ, আমার উদ্দেশে সকল কার্য্য করা, বাক্য দ্বারা আমার গুণ উচ্চারণ করা, আমাতে মন অর্পণ, সকল কামনা ত্যাগ, আমার জন্য অর্থ ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ, যজ্ঞ দান জপ ব্রত তপস্যা—হে উদ্ধব, এই সমস্ত ধর্ম্ম দ্বারা আত্মনিবেদনকারী যে সকল মনুষ্যের আমাতে ভক্তি জন্মে, তাহাদের আর কোন্ প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে?

(উদ্ধবের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বারটী যম ও নিয়ম উল্লেখ করিয়া পরে বলিলেন,)

আমাতে যে বুদ্ধির নিষ্ঠা তাহাই শম, ইন্দ্রিয়সংযম দম, দুঃখসহন তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাম ধৃতি। ভূতসকলের প্রতি সর্ব্বপ্রকার বিরোধের ভাব পরিত্যাগই প্রকৃত দান, ভোগের প্রতি উপেক্ষাই তপস্যা, বাসনাজয়ই শূরত্ব, সমদর্শনই সত্য, প্রিয় ও সত্য বাক্যই ঋত, অধর্ম্মে অনাসক্তিই শৌচ, ত্যাগই সন্ন্যাস। ধর্ম্মই ইষ্ট ও ধন, আমিই যজ্ঞ, জ্ঞানের উপদেশই দক্ষিণা, মনের দমনই বল, সুখ দুঃখ অনুসন্ধান না করার নামই সুখ, আকাঙ্ক্ষার নামই দুঃখ। সত্ত্বগুণের উদয়ই স্বর্গ, অসন্তুষ্টই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয়ই কৃপণ, অনাসক্তই প্রভু, আসক্তই দাস। গুণদোষ দর্শনই দোষ, আর গুণদোষদর্শনবর্জ্জিত যে স্বভাব, তাহাই গুণ।

[২০ অধ্যায়ে গুণদোষ-ভেদ-দর্শন-বিচার, ২১ অধ্যায়ে দ্রব্যদেশাদির গুণ-দোষ বিচার, ২২ অধ্যায়ে তত্ত্ব-সংখ্যা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের বিরোধ-ভঞ্জন বিচার, ইত্যাদি তত্ত্ব সকল বিবৃত হইয়াছে।]

২৩ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব, কৃপণ ব্রাহ্মণ

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন (২২ অঃ শেষাংশ), অসৎ ব্যক্তির দুর্ব্যবহার কিরূপে সহ্য করা যায়?—শ্রীভগবান বলিলেন, এ বিষয়ে তোমাকে একটী পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি। অবন্তী দেশে কৃষিবাণিজ্য দ্বারা সমৃদ্ধ এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে অতি কৃপণ লোভী ও কোপনস্বভাব, বাক্য দ্বারাও কাহাকে তুষ্ট করিত না। নিজকেও ভোগ দ্বারা তৃপ্ত করিত না, ধন কেবল সঞ্চয়ই করিত, স্ত্রী পুত্র বান্ধব ভৃত্য সকলের সঙ্গেই অসদ্ব্যবহার করিত, সুতরাং তাহারাও তাহার প্রতি সর্ব্বদা অপ্রিয় আচরণ করিত। কালে তাহার সমস্ত অর্থ কিছু জ্ঞাতিগণ দ্বারা, কিছু দৈব উৎপাতে, কিছু দস্যুগণের লুণ্ঠনে, কিছু রাজদণ্ডে, নষ্ট হইল। তখন তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, অহো আমি কি করিয়াছি, ধর্ম্ম বা কাম কোনটারই সেবা করি নাই, ব্যর্থ অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টায়ই প্রমত্ত রহিয়াছি। অর্থলোভ যশ ও গুণকে নষ্ট করে, চিন্তা ত্রাস ভ্রম আত্মীয়-ভেদ চৌর্য্য হিংসাদি জন্মায়। ধর্ম্মানুসারে যাহারা বিত্তভাগী, সেই দেবতা ঋষি পিতৃগণ জ্ঞাতি বন্ধু ভূতগণ ও আত্মাকে না দিয়া যে কেবল সঞ্চয় করে, সে ইহলোকে অনুতাপ ও পরলোকে নরক ভোগ করে। আমি এখন বৃদ্ধ, মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রস্ত-প্রায়, অর্থ এখন আমার কোন্ উপকার করিবে? সর্ব্বদেবময় শ্রীহরি নিশ্চয় আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমাকে এই অনর্থপূর্ণ অর্থ হইতে মুক্ত করিয়া আমার উদ্ধারের উপায় স্বরূপ এই বৈরাগ্যরূপ ভেলা আমাকে দিয়াছেন। দেবতাদের অনুগ্রহে রাজা খট্বাঙ্গ মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মলোক সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৩৬ পৃঃ)। তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্ম্মসাধন দ্বারা নিজ অঙ্গ শোষণ করিব।—সেই ব্রাহ্মণ তখন সকল মায়া মোহ ছিন্ন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ

করিলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন-বেশী ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য অনাসক্ত হইয়া অলক্ষিতভাবে গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিতেন। লোকেরা তাঁহার প্রতি নানা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার কন্থা কমণ্ডলু আসন ভিক্ষাপাত্র জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড একবার কাড়িয়া নিত, আবার কখনও বা কিছু ফিরাইয়া দিত। নদীতীরে যখন তিনি ভিক্ষায় বসিতেন, তখন তাঁহার মস্তকের উপর কেহ বা মূত্র, কেহ বা নিষ্ঠীবন, কেহ বা তাঁহার কাছে আসিয়া অধোবায়ু ত্যাগ করিত, কথা না বলিলে প্রহার করিত, চোর বলিয়া বাঁধিত বা অরণ্যচর পক্ষীর ন্যায় অবরুদ্ধ করিত। তিনি মনে করিতেন, নিজ দৈব ভোগ করিতেই হয়। তিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অব্যাহত থাকিয়া এই গাথা গাহিয়াছিলেন।—

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েৎ যৎ॥ ১১।২৩।৪২

—এই সকল লোক বা দেবতা বা আত্মা বা গ্রহ কর্ম্ম কাল—ইহারা আমার সুখ দুঃখের কারণ নহে, মনই ইহার একমাত্র কারণ। মনের দ্বারাই সংসারচক্র আবর্ত্তিত হয়।

মনকে বশে আনাই পরমযোগ। এক অঙ্গের দ্বারা অপর অঙ্গ আহত হইলে—যেমন জিহ্বার দংশনে—যে বেদনা হয় তাহা যেমন নিজ অবশ অঙ্গেরই দোষ, অপরকে শত্রুমিত্র বোধ বা অপরের প্রহারে বেদনা-বোধও তেমন অ-জিত মনেরই দোষ। সুখ দ্বারা আত্মাকে শীতল বা দুঃখ দ্বারা আত্মাকে উত্তপ্ত করা যায় না, যেমন হিমে বরফ শীতল হয় না, বা আগুনে আগুন উত্তপ্ত হয় না। অহংবোধরূপ অজ্ঞান হইতেই ভীতি। প্রবুদ্ধের ভয় কি, বা কাহা হইতে হইবে?—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥ ১১।২৩।৫৭

—তিনি এরূপ স্থির করিলেন যে, পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগের দ্বারা উপদিষ্ট পরমাত্মায় নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া আমি মুকুন্দের চরণসেবা দ্বারা এই দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, নষ্টধন নির্ব্বিণ্ণ গতক্লেশ সেই ব্রাহ্মণ অসজ্জন-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও এইরূপে স্বধর্ম্মে অবিচল ছিলেন।

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥ ১১।২৩।৫৯,৬০

—আত্ম-বিভ্রমই জীবের সুখদুঃখের কারণ, অন্য কিছুই সুখদুঃখের কারণ নহে। অতএব, হে তাত, সর্ব্বপ্রকার যত্নে আমাতে আবিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত কর, ইহাই যোগের সার কথা।

[২৪ অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ ও ২৫ অধ্যায়ে সত্ত্বাদি গুণসমূহের বৃত্তিনিরূপণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে]

২৬ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব, পুরূরবা, উর্ব্বশী

শ্রীভগবান্ বলিলেন, উদ্ধব, শিশ্নোদরতৃপ্তিকারী অসৎ লোকের সংসর্গ করিলে এক অন্ধের অনুগমনকারী অপর অন্ধ যেমন পড়িয়া যায়, তেমন অন্ধকূপে পতিত হইতে হয়। ঐলরাজ পুরূরবা উর্ব্বশীকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া (১৩৭ পৃঃ) বহু বৎসর কখন দিন কখন রাত্রি আসিল কিছুই জানিতে পারে নাই। উর্ব্বশী যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কামভোগে অতৃপ্তচিত্ত সেই রাজা, 'হা জায়া, হা নিষ্ঠুরা, তুমি যাইওনা,' এই বলিয়া নগ্নবেশে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। সেই স্ত্রী যখন ফিরিয়া আসিল না, সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি সম্রাট্ তখন শোক সংবরণ করিয়া নির্ব্বেদ লাভ করিলেন। তিনি এই সকল কথা বলিয়াছিলেন—

"হায়, কামাভিভূতচিত্ত হইয়া আমার কি মোহ জন্মিয়াছিল! একটী নারী দ্বারা গৃহীত-কণ্ঠ হইয়া আমি এতদিন সূর্য্যের উদয়াস্তও জানিতে পারি নাই, নৃপতিকুলে শ্রেষ্ঠ হইয়াও একটী স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া এই দুর্লভ আয়ু অতিবাহিত করিলাম! সে তৃণের মত আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল, আর আমি কিনা পাদ-তাড়িত গর্দ্দভের ন্যায় তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হইলাম! কিন্তু, উর্ব্বশীরই

কি দোষ, সে ত প্রবোধ-বাক্য বলিয়াছিল, আমিই তাহা বুঝিলাম না। রজ্জুতে যদি সর্পের ভ্রম হয়, রজ্জুর কি অপরাধ? দেহের স্বত্ব কাহার? পিতামাতার, কি ভার্য্যার, কি প্রভুর, কি বহ্নির, কি শৃগাল কুক্কুরের—এইরূপ ভাবিয়া সেই ঐলরাজ আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া আত্মারাম মুক্তসঙ্গ হইয়া উপরত হইলেন।—

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥ ১১।২৬।৩১, ৩০

—অগ্নিদেবকে আশ্রয় করিলে যেমন শীতভয় বা অন্ধকারের ভয় থাকে না, সাধুগণের সেবা করিলেও তেমন জড়তা সংসারভয় ও অজ্ঞান নাশ হয়। যে সাধু অনন্তগুণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কি অবশিষ্ট থাকে?

[২৭ অধ্যায়ে ক্রিয়াযোগ ও ২৮ অধ্যায়ে পরমার্থ নিরূপণ-তত্ত্ব]

২৯ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব, উদ্ধবের উপরতি

উদ্ধব বলিলেন, হে অচ্যুত, আপনি যে যোগচর্য্যা এক্ষণে উপদেশ করিলেন, তাহা অতি দুশ্চর মনে হয়। মানুষ যাহাতে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, এরূপ উপায় বলুন।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমাকে স্মরণ করিয়া আমার নিমিত্ত সকল কর্ম্ম করা ক্রমশঃ অভ্যাস করিবে। সাধুগণের অনুষ্ঠিতমত আচরণ করিবে, আমার মহোৎসবাদি দর্শন করিবে, সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে আমাকে দেখিবে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, সাধু ও চোর, সূর্য্য ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, ক্রূর ও অক্রূর—সকলকে যিনি সমান দেখেন, তিনিই পণ্ডিত। কুক্কুর, চণ্ডাল, গো গর্দ্দভ সকলকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ব্বভূতে যে মদ্ভাব অনুভব করা, তাহাই আমাকে লাভ করার সকল উপায় মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আত্ম-নিবেদনই মোক্ষলাভের পথ। ব্রহ্মবাদের সার কথা তোমাকে বলিলাম, ইহা জানিলে আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। যে ব্যক্তি আমার

ভক্তগণমধ্যে এই জ্ঞান বিতরণ করেন, তাহাকে আমি আত্মদান করিয়া থাকি। দাম্ভিক নাস্তিক শঠ বা দুর্বিনীত অভক্তকে ইহা দিবে না। সখে উদ্ধব, তুমি এই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়াছ ত? তোমরা সমস্ত মোহ ও শোক অপগত হইয়াছে ত?—শুকদেব বলিলেন, উদ্ধব তখন কৃতাঞ্জলি অবরুদ্ধকণ্ঠ ও অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। প্রণয়বশে ক্ষুব্ধ চিত্তকে ধৈর্য্যদ্বারা সংযত করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, হে অজ, হে আদ্য, আপনার সন্নিধানগুণেই আমার সকল মোহ দূর হইয়াছে। নিজ সৃষ্ট মায়া দ্বারা দাশার্হ-বৃষ্ণি-অন্ধক-সাত্বত কুলের প্রতি আমার যে স্নেহ-পাশ আপনিই বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন, জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা আপনি স্বয়ংই আজ তাহা ছিন্ন করিয়া দিলেন।—

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥ ১১।২৯।৪০

—হে মহাযোগী, আপনাকে নমস্কার। আপনাতে প্রপন্ন আমাকে এরূপ অনুশাসন করুন, যেন আপনার চরণ-পদ্মে আমার অক্ষয় রতি থাকে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, উদ্ধব, এক্ষণে তুমি আমার প্রিয়ধাম বদরিকায় গমন কর, সেখানে আমার পাদতীর্থোদকে স্নান ও আচমন দ্বারা শুচি হও। অলকনন্দা-দর্শনে সকল পাপ বিধূত করিয়া, হে অঙ্গ, বল্কল পরিধান ও বন্যফল ভোজন করিয়া, সকল দ্বন্দ্ব-ভাব ত্যাগ করিয়া বাক্য ও মন আমাতে সমর্পণ করিয়া, আমার প্রদত্ত জ্ঞান শান্ত ও সমাহিত চিত্তে নির্জ্জনে সর্ব্বদা স্মরণ করিও। এইরূপে ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারিলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।—উদ্ধব তখন পুনরায় শ্রীভগবানের পদদ্বয় অশ্রুজলে নিষিক্ত করিয়া, তাঁহার পাদুকাদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া, বারংবার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, স্নেহকাতর ও নিতান্ত আতুর হৃদয়ে মহাশ্রম বদরিকায় চলিয়া গেলেন। সেখানে যথোপদিষ্টভাবে তপস্যা করিয়া শ্রীহরির সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন।

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্ পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥
—যে বেদকর্ত্তা জীবের ভবভয় দূর করার জন্য মধুকরের ন্যায় সমগ্র জ্ঞান বিজ্ঞান ও সমস্ত বেদের সার আহরণ করিয়া সাগরমন্থনোত্থিত অমৃতের মত নিজ ভৃত্যদিগকে পান করাইয়াছিলেন, কৃষ্ণ-নামা সেই আদি পরম পুরুষকে নমস্কার করি। ১১।২৯।৭

৩০

শ্রীকৃষ্ণ, যদুগণ, প্রভাস, বলরাম, ব্যাধ, দারুক

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভাগবত উদ্ধব বনে চলিয়া গেলে ভূতভাবন শ্রীভগবান্ কি করিলেন? স্ত্রীগণ যাঁহাকে একবার দেখিলে চোখ আর ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই, যাঁহার চরিতকথা কবিদিগের রতি ও সাধুদিগের তন্ময়তা জন্মায়, কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে শত্রুসৈন্যগণও যাঁহাকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়াই তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছিল, তিনি কিরূপে সেই দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন? শুকদেব বলিলেন, সর্ব্বত্র মহোৎপাত সকল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুধর্ম্মা-সভায় সমবেত যাদবমণ্ডলীকে বলিলেন, আর মুহূর্ত্তমাত্রও আমাদের এখানে থাকা উচিত নহে, স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধগণ শঙ্খোদ্ধার তীর্থে গমন করুন, আমরা সকলে পশ্চিমবাহিনী সরস্বতীর তীরে প্রভাসে গিয়া অরিষ্টনাশকারী পূজা দানাদি মঙ্গল কার্য্য করিব। সকলে তথাস্তু বলিয়া নৌকা দ্বারা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথারোহণে প্রভাসে চলিয়া গেল। তাহারা সেখানে পূজা দানাদি সকলই করিল, কিন্তু দৈববশে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া প্রচুর পরিমাণে মৈরেয় নামক মদ্য পান করিল, এবং মত্ত হইয়া পরস্পর মহাকলহে প্রবৃত্ত হইয়া নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পরস্পরকে প্রহার ও নিহত করিতে লাগিল। দাশার্হ বৃষ্ণি অন্ধক ভোজ সাত্বত মধু অর্ব্বুদ মাথুর শূরসেন বিসর্জ্জন কুকুর ও কুন্তি বংশীয়গণ এবং প্রদ্যুম্ন সাম্ব অক্রুর ভোজ অনিরুদ্ধ সাত্যকি সুভদ্র সংগ্রামজিৎ গদদ্বয় সুমিত্র সুরথ প্রভৃতি মহাবীরগণ কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা

ভ্রাতাকে, বান্ধব বান্ধবকে অস্ত্র দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। অস্ত্র সকল নিঃশেষ বা ক্ষয়িত হইলে তাহারা মুষ্টি দ্বারা এরকাতৃণ সকল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারাই একে অন্যকে আঘাত করিতে লাগিল। কৃষ্ণবলরামকেও তাহারা ঐরূপে আঘাত করিল। রাজন্, তখন রাম ও কৃষ্ণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া এরকামুষ্টিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অবশিষ্ট সকলকে ধ্বংস করিলেন। তারপর,—

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
রামনির্য্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
নিষসাদ ধরোপস্থো তুষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্।
বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ॥ ১১।৩০।২৬,২৭,২৮

—বলরাম পরমপুরুষের ধ্যানরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মাতে আত্মাকে যুক্ত করিয়া মানুষলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান্ দেবকীনন্দন বলরামের তিরোভাব দেখিয়া, একটী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে উপগত হইয়া, নিজ প্রভায় উজ্জ্বল চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দ্বারা দিক্সকল আলোকিত করিয়া, তুষ্ণীভূত হইয়া, ধূমহীন বহ্নির ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলেন।

তাঁহার শ্রীবৎস-চিহ্নিত তপ্তকাঞ্চনপ্রভ জলদশ্যামল দেহ পীত কৌষেয় বস্ত্রদ্বয়ে আবৃত, সুন্দর বদন নীলকুন্তল ও মঙ্গলময় হাস্যে মণ্ডিত, নয়নদ্বয় পুণ্ডরীকের ন্যায় মনোহর, কর্ণদ্বয় মকরকুণ্ডলশোভিত। কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র কিরীট কটক অঙ্গদ হার নূপুর মুদ্রা কৌস্তুভ বনমালা ও নিজ অস্ত্র সকল দ্বারা বিভূষিত হইয়া তিনি দক্ষিণ উরুর উপর কোকনদতুল্য রক্তবর্ণ নিজ বামপদ স্থাপন করিলেন। তখন জরা নামক ব্যাধ মুষলাবশেষ লৌহখণ্ডযোগে যে তীর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিল তদ্দ্বারা, মৃগ মনে করিয়া, মৃগাকার তাঁহার চরণতল বিদ্ধ করিল। নিকটে আসিয়া চতুর্ভুজ সেই পুরুষকে দেখিয়া মহাপরাধ-ভয়ে ভীত হইয়া সেই ব্যাধ তাঁহার পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া ধরাতলে পতিত হইল—

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন। ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেঽনঘ॥

—হে অনঘ, হে উত্তমঃশ্লোক, হে মধুসূদন, আমি পাপিষ্ঠ, না জানিয়া এই কার্য্য করিয়াছি, আমার এই পাপ ক্ষমা করুন। ১১।৩০।৩৫

শ্রীভগবান বলিলেন, ব্যাধ, তুমি ভীত হইও না, তুমি আমার অভিলষিত কার্য্যই সাধন করিয়াছ, সুকৃতিগণের পদস্বরূপ স্বর্গলোক লাভ কর। জরা ব্যাধ শ্রীভগবান্‌কে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিমানযোগে স্বর্গে নীত হইল।—কৃষ্ণসারথি দারুক রথ লইয়া আসিয়া প্রভুকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে তাঁহার পদমূলে পতিত হইল। সে বলিল,—

অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো দৃষ্টিঃ প্রণষ্টা তমসি প্রবিষ্টা।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং যথা নিশায়ামুডুপে প্রণষ্টে॥ ১১।৩০।৪৩

—হে প্রভো, নিশাকালে চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে অন্ধকারে প্রবিষ্ট দৃষ্টি যেমন নষ্ট হয়, আপনার পাদপদ্ম না দেখিতে পাইয়া আমারও তেমন দৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে, দিগ্‌জ্ঞান হারাইয়াছি, শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

দারুক এই প্রকার বলিলে, সেই গরুড়ধ্বজ রথ অশ্ব ও ধ্বজসহ স্বয়ং আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইল। বিষ্ণুর দিব্য অস্ত্রসকলও তৎপশ্চাৎ চলিয়া গেল। শ্রীভগবান্ বলিলেন, দারুক, তুমি সত্বর দ্বারকায় গিয়া সকলকে এই যদুকুলধ্বংস এবং বলরাম ও আমার তিরোভাববৃত্তান্ত বল। আর বলিও, আমার পরিত্যক্ত সেই পুরীকে সমুদ্র শীঘ্রই গ্রাস করিবে, সকলে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। আর,

ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥

—তুমি আমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া, সর্ব্বত্র উপেক্ষাশীল ও জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, এ সকল আমার মায়ারচিত ইহা জানিয়া, বৃথা শোক পরিত্যাগ কর। ১১।৩০।৪৯

দারুক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

৩১ অধ্যায়

শুকদেব, বসুদেব প্রভৃতি, অর্জ্জুন, বজ্র, পরীক্ষিৎ, মহাপ্রস্থান

অনন্তর ব্রহ্মা ও প্রধান প্রধান সমস্ত দেবগণ পিতৃগণ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব

বিদ্যাধর চারণ যক্ষ রাক্ষস কিন্নর অপ্‌সরা ও দ্বিজগণসহ শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম ও স্তব গান করিতে করিতে আকাশপথ বিমানসঙ্কুল করিয়া তাঁহার নির্যাণ দেখিবার নিমিত্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ তখন পদ্মনেত্রদ্বয় একবার নিমীলিত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ লোকাভিরাম ধ্যানমঙ্গল স্বীয় তনু সহ স্বধামে প্রবেশ করিলেন। আকাশ হইতে পুনঃ পুষ্প বর্ষিত হইল ও দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইয়া উঠিল। সত্য ধর্ম্ম ধৃতি কীর্ত্তি ও শ্রী তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিল। দেবাদি সকলে স্বলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজন্, সেই পরমপুরুষের দেহধারীরূপে জন্ম কর্ম্ম ও অন্তর্ধানকে নটের ন্যায় মায়ার কার্য্য বলিয়া জানিবে। তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নানা কার্য্যরূপে ইহাকে বিস্তারিত করিয়া, অন্তে ইহার সংহার করিয়া, নিজ মহিমায় অবস্থান করেন। যিনি যমলোক হইতে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করিলেন, যিনি দেবাস্ত্রদগ্ধ তোমাকে সঞ্জীবিত করিলেন, যিনি ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন, তিনি কি স্বদেহরক্ষায় অক্ষম ছিলেন? সকল উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ সুতরাং অশেষ শক্তির আধার হইয়াও, যদুকুল সংহার করিয়া, নিজ শরীরকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, মর্ত্ত্য শরীর দ্বারাই যে দিব্যগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দেখাইলেন।—দারুক দ্বারকায় আসিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণে পতিত হইয়া অশ্রু দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন, এবং বৃষ্ণিবীরগণের নিধনবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সকলে মৃত বান্ধবগণকে দেখিতে গিয়া মুখে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দেবকী রোহিণী ও বসুদেব কৃষ্ণবলরামের শোকে কাতর হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। স্ত্রীগণ নিজ নিজ পতিগণের দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণময়প্রাণ মহিষীগণও অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অর্জ্জুন বিরহকাতর হইয়াও কোন ক্রমে নিজকে সান্ত্বনা দিয়া সকলের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করাইলেন। সমুদ্র

শ্রীভগবানের আলয় ছাড়া সমগ্র দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিল। অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট স্ত্রী বালক ও বন্ধুগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেলেন এবং অনিরুদ্ধপুত্র বজ্রকে তথায় অভিষিক্ত করিলেন। রাজন্, তখন তোমার পিতামহগণ অর্জ্জুনের নিকট সুহৃদ্‌বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তোমাকে বংশধর রাখিয়া, সকলে মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন।

দ্বাদশ স্কন্ধ

১ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ চন্দ্রবংশ

শ্রীশুক বলিলেন—চন্দ্রবংশীয় বৃহদ্রথের শেষ বংশধর পুরঞ্জয় নিজ অমাত্য শুনক কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। শুনকের বংশীয় পাঁচ জন রাজা মোট ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করিবেন। তৎপর শিশুনাগ বংশীয় দশজন ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করিলে মহানন্দের শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র নন্দ বা মহাপদ্ম প্রভূত ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী হইয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইবেন। রাজন্, তোমার জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১১১৫ বৎসর হইবে। নন্দ ও তাহার পুত্রগণ ১০০ বছর রাজত্ব করার পর এক ব্রাহ্মণ মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তাহার পুত্র বারিসার, তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন এবং তাহার শেষ বংশধর বৃহদ্রথ ৩৩৭ বৎসর রাজত্ব করিলে বৃহদ্রথ তাঁহার সেনাপতি পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। শুঙ্গ বংশ নামে পরিচিত হইয়া পুষ্পমিত্রের বংশধরগণ ১১২ বৎসর রাজত্ব করার পর শেষ রাজা দেবভূতি তাঁহার অমাত্য কণ্ববংশীয় বসুদেব কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। কণ্ববংশীয়গণ সুশর্ম্মা পর্য্যন্ত ৩৪৫ বৎসর এবং সুশর্ম্মা অন্ধ্রদেশীয় কোন ব্যক্তি দ্বারা নিহত হইলে সেই অন্ধ্রবংশীয়গণ ৪৫৬ বৎসর, তৎপর আভীর গর্দ্দভী কঙ্ক যবন তুরুষ্ক গুরুণ্ড ও মৌল বংশীয়গণ ১৩৯৯ বছর, তৎপর কিলকিলা পুরীতে ভূতনন্দ প্রভৃতি পাঁচজন ১০৬ বছর, তৎপর বাহ্লীকবংশীয়গণ খণ্ড খণ্ড মণ্ডলের

অধিপতি স্বরূপে কিছুকাল রাজত্ব করিবে। তারপর মগধরাজ বিশ্বস্ফূর্জ্জি গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সকলকে ম্লেচ্ছপ্রায় করিবেন। সৌরাষ্ট্র অবন্তী শূর অর্ব্বুদ মালব দেশবাসী জনাধিপতিগণও উপনয়নবর্জ্জিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। সিন্ধুনদের তীরে ম্লেচ্ছাচারীগণ চন্দ্রভাগা কৌন্তী ও কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিবে। ইহারা অল্পায়ু অল্পবল রজ ও তমোগুণী এবং প্রজাপীড়ক হইবে, এবং অন্যান্য দেশের রাজগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

২ অধ্যায়

কলি

রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠগমন হইতে কলিযুগ আরম্ভ হইবে। এই যুগে সকল প্রকার ধর্ম্মাচার নষ্ট হইতে থাকিবে, ধন ও বলই প্রবল হইবে। অভিরুচিমত স্বামিস্ত্রীসম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রয়বিক্রয়, রতিকৌশল দ্বারা স্ত্রীপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, সূত্রধারণ দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিচয়, দণ্ড অজিন দ্বারা আশ্রম, চটুল বাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডিত্য এবং দম্ভ দ্বারা সাধুত্ব নিরূপিত হইবে। উদরপূরণই একমাত্র প্রয়োজন, কুটুম্বভরণই দক্ষতা এবং যশোলাভের জন্যই ধর্ম্ম, এইরূপ বিবেচিত হইবে। বলবান্‌ই রাজা হইবে। করভারপীড়িত ও রাজা দ্বারা অপহৃতধন ও হৃতদার প্রজাগণ পর্ব্বত কাননে আশ্রয় লইবে, অনেকে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিবে। হিম রৌদ্র বিবাদ ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধিসন্তপ্ত লোক বিশ বা ত্রিশ বৎসর মাত্র বাঁচিবে। পরিশেষে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণু শম্ভলগ্রামবাসী বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কি নামে আবির্ভূত হইবেন। তিনি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজচিহ্নধারী দস্যুগণকে বধ করিবেন। চন্দ্রবংশীয় শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় মরু এক্ষণে কলাপগ্রামে আছেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিস্তার করিবেন। বাসুদেব কল্কির অঙ্গধ্যানে ও করস্পর্শে প্রজাদিগের মন নির্ম্মল হইলে ক্রমে সাত্ত্বিক প্রজা প্রসূত হইবে। চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্রে একযোগে এক রাশিতে প্রবেশ করিলে

সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ক্রমানুসারে প্রবর্ত্তিত হয়। শুকদেব বলিলেন, রাজন্, তোমাকে যে সকল রাজগণ ও অপরাপর ব্যক্তির কথা বলিলাম, তাঁহারা সকলেই পৃথিবীর প্রতি মমত্ব বোধ করিতেন, কিন্তু সকলকেই এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে, তাঁহাদের দেহও ভস্মরূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ দেহের জন্য যাহারা অপর জীবের প্রতি দ্রোহ করে, তাহারা কি নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারে? তাহারা ভাবে, এই অখণ্ড পৃথিবী আমার পূর্ব্বপুরুষগণের ছিল, এক্ষণে আমার আছে, এবং চিরকাল আমার বংশীয়গণেরই থাকিবে। তেজ বল ও অন্ন-ময় এই শরীরকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া ও এই ভূমিকে 'আমার ভূমি' মনে করিয়া ঐ অবোধগণ এক্ষণে অদর্শন হইয়াছেন।—

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা।
কালেন তে কৃতাঃ সর্ব্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ॥ ১২।২।৪৪

—রাজন্, যেসকল ভূপতি স্বীয় প্রতাপের বলে পৃথিবী ভোগ করেন, কালে তাঁহারা কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন।

৩ অধ্যায়

যুগ

রাজন্, রাজ্যজয়েচ্ছু রাজগণকে পরস্পর স্পর্দ্ধা ও প্রহার করিতে দেখিয়া এবং পিতা পুত্র ভ্রাতার পরস্পর দ্রোহ দেখিয়া পৃথিবী তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলেন, হায়, এই মৃত্যুর ক্রীড়নকেরা কি একবারও মনে করে না যে মনু ও তৎপুত্রগণ সকলেই ত এখানে ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন? পৃথু পুরূরবা গাধি ভরত নহুষ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মান্ধাতা সগর রাম খট্বাঙ্গ ধুন্ধুমার রঘু তৃণবিন্দু যযাতি শান্তনু গয় ভগীরথ কুবলয়াশ্ব ককুৎস্থ নৈষধ নৃগ হিরণ্যকশিপু বৃত্র রাবণ নমুচি শম্বর নরক হিরণ্যাক্ষ তারক, সকলেই মহাবীর ও যুদ্ধে অজেয় ছিলেন; কিন্তু—'কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো'—কালে তাঁহারা কথাবশেষমাত্র ও অকৃতার্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। রাজন্, তোমার জ্ঞান ও বৈরাগ্যবৃদ্ধির

নিমিত্তই ঐ সকল রাজাদের কথা বিস্তারিতভাবে তোমাকে বলিলাম।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, কলির যুগধর্ম্ম, এবং কি প্রকারে ইহার দোষ হইতে লোকসমূহ রক্ষা পাইতে পারে, তাহা আমাকে বলুন।—শুকদেব বলিলেন, সত্যযুগে সত্য দয়া তপস্যা ও দান নামে ধর্ম্মের চারিপাদ থাকে। ত্রেতায় এক পাদ নষ্ট হইয়া মিথ্যা-হিংসা-অসন্তোষ-বিরোধরূপ অধর্ম্মের এক পাদ তাহাতে যুক্ত হয়। দ্বাপরে আর একটি পাদ হ্রাস পায় এবং অধর্ম্মের আর একটি পাদ যুক্ত হইয়া কলিতে ধর্ম্মের একটি পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সত্যযুগে সত্ত্বগুণবশতঃ জ্ঞান ও তপস্যায়, ত্রেতায় রজোগুণবশে কাম্যকর্ম্ম ও যশোলাভে, দ্বাপরে রজস্তমো-মিশ্রিত গুণবশতঃ মান দম্ভাদিতে এবং কলিতে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু মায়া মিথ্যা তন্দ্রা নিদ্রা শোক মোহ ভয়াদিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। পুরুষগণ কামী বহু-আহারকারী, ও স্ত্রীগণ বহুপুত্রা নির্লজ্জা কটুভাষিণী স্বেচ্ছাচারিণী, জনপদসকল দস্যুপ্রধান, রাজগণ প্রজাভক্ষক, ব্রাহ্মণগণ শিশ্নোদরপরায়ণ, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ তপস্বী ও যতিগণ নিজ নিজ ধর্ম্মত্যাগী, বণিকগণ কপটতা করিয়া ক্রয়বিক্রয়কারী, প্রভুভৃত্য পরস্পরপরিত্যাগী, পিতা প্রভৃতি অপেক্ষা লোকে ননান্দৃ শ্যালকাদির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট, শূদ্রগণ ধর্ম্মবক্তা, প্রজাগণ দুর্ভিক্ষকরভারপীড়িত এবং একটী কপর্দ্দকের জন্যও পরস্পরের প্রাণহন্তা হইবে। তাহারা পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীভগবানের পূজা করিবে না। তিনি কলিকৃত সকল দোষ সকল অশুভ নাশ করেন, তিনি হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেমন শুদ্ধি লাভ করে, বিদ্যা তপস্যাদি দ্বারা তেমন হয় না। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা এবং কলিতে কেবল শ্রীহরির কীর্ত্তন দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্॥ ১২।৩।৪৯

—অতএব, হে রাজন্, সর্ব্বপ্রকারে অবহিত হইয়া কেশবকে হৃদয়স্থ কর, তাহাতেই মৃত্যুর পর পরমা গতি লাভ করিবে।

[৪ অধ্যায়ে পরমার্থনির্ণয়তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে]

৫ অধ্যায়

শুক, পরীক্ষিৎ

শুকদেব বলিলেন,—

ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবৎ ত্বং ন নঙ্‌ক্ষ্যসি॥ ১২।৫।২

—রাজন্ 'আমি মরিব' এরূপ পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর। তোমার দেহ যেমন পূর্ব্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হইয়াছে এবং অতঃপর নষ্ট হইবে, তুমি (আত্মা) তেমন নও।

কাষ্ঠে যেমন বহ্নি থাকে, কিন্তু কাষ্ঠ বহ্নি নহে, সেইরূপ আত্মা দেহে থাকেন, কিন্তু তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র। ঘট ভাঙ্গিলে ঘটস্থ আকাশ যেমন বহিরাকাশ প্রাপ্ত হয়, দেহ নষ্ট হইলে জীব তেমন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তৈল সলিতা ও অগ্নি—ইহাদের সংযোগকে প্রদীপ বলে, দেহের সহিত আত্মার সংযোগকে তেমন জন্ম বলে। সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ, কিন্তু আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, দেহের আধার, তথাপি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত। রাজন্, তুমি অনুমানাত্মক বুদ্ধির সাহায্যে ইহা বুঝিয়া বাসুদেবের চিন্তা দ্বারা আত্মস্থ আত্মার বিষয়ে এইরূপ বিচার কর। তাহা হইলে,

চোদিতো বিপ্রবাক্যেন ন ত্বাং ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ।
মৃত্যবো নোপধক্ষ্যন্তি মৃত্যূনাং মৃত্যুমীশ্বরম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥ ১২।৫।১০-১২

—ব্রাহ্মণবাক্যে প্রেরিত তক্ষক তোমাকে দংশন করিবে না, সকল মৃত্যুর অধীশ্বরস্বরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী তোমাকে কোন মৃত্যুই দংশন করিতে পারিবে না 'আমি সেই পরমধাম পরমপদ ব্রহ্ম', এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্মাকে নিষ্কল ব্রহ্মে সমাহিত কর—দেখিবে, তোমার পদে বিষমুখ দ্বারা দংশনকারী লেলিহান তক্ষক, তোমার নিজ দেহ, বা এই সমগ্র বিশ্ব, কিছুই তোমার আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে।

৬ অধ্যায় ১—৩৫ শ্লোঃ

শুক, পরীক্ষিৎ, কশ্যপ, তক্ষক, জনমেজয়, বৃহস্পতি

সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিলেন, নিখিলাত্মদ্রষ্টা সমদর্শী ব্যাসনন্দন শুকদেবকথিত এই ভাগবতবৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ তখন শুকদেবের পাদমূলে মস্তক স্থাপন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, অহো, আপনার কি করুণা, আপনি আমাকে অনাদি অনন্ত শ্রীহরির কথা শুনাইলেন, আমি কৃতকৃত্য হইলাম। ভগবন্, তক্ষক বা অপর যাহা হইতে যে প্রকারের মৃত্যুই আসুক না কেন, আর আমি ভয় করি না, আমার সকল অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে, আপনি আমাকে পরম মঙ্গলময় ভগবৎপদ দেখাইয়াছেন, আমাকে অভয় ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অনুমতি করুন, এক্ষণে আমি বাক্য ও সমস্ত বাসনামুক্ত চিত্তকে সমাহিত করিয়া প্রাণত্যাগ করি। শ্রীশুকদেব তখন রাজাকে দেহত্যাগে অনুমতি দিয়া রাজা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভিক্ষুগণসহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।—গঙ্গাতীরে কুশাসনে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া, নিঃসংশয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া,—

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা।
সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ॥ ১২।৬।৯

—পরীক্ষিৎও বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে আত্মায় সমাহিত করিয়া বৃক্ষের ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এদিকে তক্ষক রাজাকে দংশন করিতে আসিতেছে, এমন সময় পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, বিষবৈদ্য কশ্যপও পরীক্ষিৎসভায় যাইতেছেন। তক্ষক কশ্যপকে ধনদানে নিবৃত্ত করিয়া ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিয়া আসিয়া রাজাকে দংশন করিল। ব্রহ্মভূত সেই রাজর্ষির দেহ উপস্থিত সকলের সাক্ষাতে বিষোত্থিত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। সর্ব্বত্র হাহাকারধ্বনি উঠিল, দেব মানব অসুর সকলেই বিস্মিত হইল। দেবগণ সাধুবাদ পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি নিনাদ, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা কিন্নরগণ গান করিতে লাগিলেন।—

পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক সুমহৎ সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঋত্বিক্‌গণ সর্পসমূহকে একে একে সেই মন্ত্রপূত যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণ লইলেন। ঋত্বিক্‌গণ জনমেজয়ের নির্দ্দেশে স্বয়ং ইন্দ্রসহ তক্ষকের নামে আহুতি প্রদান করিলে ইন্দ্র নিজ বিমানে তক্ষকসহ আকাশ হইতে দ্রুত পতিত হইতেছেন দেখিয়া অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি রাজা জনমেজয়কে বলিলেন, রাজন্, তক্ষক অমৃত পান করিয়া অজর ও অমর হইয়াছে, সে বধযোগ্য নহে। আর দেখ —

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মনা।
রাজংস্ততোহন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥ ১২।৬।২৫

—রাজন্, জীবের জীবনমরণ নিজ কর্ম্মদ্বারাই হয়, সুখদুঃখদাতা অন্য কেহ নহে।

অতএব এই আভিচারিক যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হও। রাজা জনমেজয় মহর্ষির বাক্যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া যজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন। সূত বলিলেন, ঋষিগণ, আত্মবিদ্‌গণ দম্ভ অহঙ্কার ও দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া সমাধিদ্বারা হৃদয়ে অবরুদ্ধ আত্মতত্ত্বকেই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥ ১২।৬।৩৪

—মিথ্যোক্তি সহ্য করিবে, কাহারও অপমান করিবে না, এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না।

৬ অঃ ৩৬ শ্লোঃ – ৭ অঃ শেষ

বেদ

শৌনক বলিলেন, হে সৌম্য, বেদসকল কিরূপে কত ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা আমাদিগকে বল। সূত বলিলেন, ব্রহ্মন্, সিসৃক্ষু ব্রহ্মার হৃদয়-আকাশ হইতে প্রথমে একটী নাদ ও পরে ঐ নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল, ঐ ওঙ্কার পরব্রহ্মের

প্রতীক এবং সকল মন্ত্রোপনিষদের সনাতন বীজ স্বরূপ। তাহা হইতে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে চারিবেদ সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় পুত্র মরীচ্যাদি ঋষিগণকে এবং তাঁহারা নিজ নিজ পুত্রদিগকে ঐ বেদ শিক্ষা দেন। দ্বাপরান্তে মহর্ষিগণ বেদ সকলকে ক্রমশঃ বিভাগ করেন। পরাশরপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উহাকে চারিটী ভাগ করিয়া বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদ-সংহিতা পৈল নামক শিষ্যকে, নিগদ নামক যজুর্ব্বেদ বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগ নামক সামবেদ জৈমিনিকে এবং আঙ্গিরসী নামক অথর্ব্ববেদ সুমন্তকে উপদেশ করেন। এই চারিবেদ ঐ মূল ঋষিগণের পুত্রাদি বা শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হয়।

ঋগ্বেদের এক ভাগ পৈল নিজ শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতিকে ও অপরভাগ শিষ্য বাস্কলকে বলেন। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁহার ভাগ শিষ্য মাণ্ডুকেয়কে, মাণ্ডুকেয় শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে এবং পুত্র সাকল্যকে, সাকল্য নিজ অংশ পাঁচ ভাগ করিয়া বাৎস্য মুদ্গল শালীয় গোখল্য ও শিশিরকে, সাকল্যের অপর শিষ্য জাতুকর্ণ্য নিজ অধীত সংহিতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া নিরুক্ত ব্যাখ্যাসহ বলাক পৈল জাবাল ও বিরজ এই চারি জনকে শিক্ষা দেন। বাস্কলের পুত্র বাস্কলি সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া বালখিল্য নামে একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিয়া বালায়নি ভস্ম ও কাসারকে অধ্যয়ন করান। বাস্কলের ভাগ তাঁহার চারি শিষ্য বোধ্য যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর ও অগ্নিমিত্র প্রাপ্ত হন।

যজুর্ব্বেদের একভাগ বৈশম্পায়ন শিষ্য চরক নামে অভিহিত অধ্বর্য্যুগণকে ও অপরভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে দেন। চরকগণ বৈশম্পায়নের ব্রহ্মহত্যা জন্য এক যজ্ঞ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য উহার নিন্দা করায় বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে অধীত বিদ্যা ত্যাগ করিতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য উহা উদ্গীর্ণ করিয়া দেন, কয়েকজন ঋষি তিত্তিরী পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া উহা গ্রহণ করেন। তজ্জন্য ঐ শাখার নাম 'তৈত্তিরীয়'। তৎপর যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা

করিয়া বাজি বা অশ্বরূপধারী সূর্য্যের 'সন' বা কেশর হইতে ত্যক্ত ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত যজুর্বিদ্যা লাভ করেন। সেইজন্য ইহার প্রবর্ত্তিত বেদশাখার নাম 'বাজসনেয়'। ইহা তিনি ১৫টী শাখায় বিভক্ত করেন। ইহাদের প্রধান দুইটী শাখা তাঁহার প্রধান দুই শিষ্যের নামে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন বলিয়া পরিচিত হয়।

সামবেদ জৈমিনি পুত্র সুমন্তকে দেন। তিনি উহার একটি সংহিতা করেন, তৎপুত্র সুত্বান্ অপর একটি সংহিতা করেন এবং তৎশিষ্য সুকর্ম্মা ঐ সংহিতাটিকে এক হাজার শাখায় ভাগ করেন। সুকর্ম্মার পাঁচ শিষ্য—কৌশল্য হিরণ্যনাভ পৌষ্যঞ্জি ব্রহ্মজিৎ ও আবন্ত্য। হিরণ্যনাভ ও পৌষ্যঞ্জির উত্তরদেশীয় ৫০০ শিষ্য ৫০০ শাখা অধ্যয়ন করেন। ইহারা উদীচ্য ও প্রাচ্য সামগ নামে কথিত। পৌষ্যঞ্জির অপর পাঁচ জন শিষ্য প্রত্যেকে শতসংখ্যক সংহিতা কণ্ঠস্থ করেন। আবন্ত্য অবশিষ্ট শাখা নিজ শিষ্যগণকে দেন।

অথর্ব্ববেদ সুমন্ত তৎশিষ্য কবন্ধকে, কবন্ধ তৎশিষ্য পথ্য ও বেদদর্শকে, পথ্য তৎশিষ্য বঙ্গ কুমুদ শুনক ও জাজলিকে, শুনক বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে, সৈন্ধবায়ন সাবর্ণিকে, শেখান। বেদদর্শ শৌক্লায়নি মোদোষ ও পিপ্পলায়নিকে শিক্ষা করান। নক্ষত্রকল্প শান্তি কাশ্যপ আঙ্গিরস ঐ বেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।

[অতঃপর মহাপুরাণ ও উপপুরাণ সমূহের আচার্য্যগণের নাম বিবৃত হইয়াছে।]

৮-১০ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয়, শিব, পার্ব্বতী

শৌনক বলিলেন, মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়কে চিরজীবী বলে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, বল। সূত বলিলেন, মার্কণ্ডেয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া গভীর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেন। ভিক্ষালব্ধ অন্ন গুরুকে অর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশ হইলে একবার মাত্র ভোজন করিতেন, আদেশ না পাইলে উপবাসী থাকিতেন। অযুতাযুত বর্ষকাল এইরূপে তপস্যা করিয়া

মার্কণ্ডেয় মৃত্যুকে জয় করেন। তপস্যায় ছয় মন্বন্তর অতীত হইল। ইন্দ্র স্বীয় পদ হারাইবার ভয়ে ভীত হইয়া নিশামুখে উদিত চন্দ্র, বসন্ত, মলয়বায়ু, নৃত্যগীতকুশল অপ্সরাগণ, ও পঞ্চশর কামদেবকে লইয়া হিমাচলের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে উপনীত হইলেন। অবসর বুঝিয়া কামদেব স্বীয় ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন, কিন্তু অচিরাৎ সেই মুনির তেজপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। তখন নরনারায়ণের রূপ ধারণ করিয়া শ্রীহরি তথায় উপস্থিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া রোমাঞ্চিতদেহে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে ক্ষণকাল কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরে গদ্‌গদ বাক্যে 'নমোনমঃ' এই শব্দটী মাত্র উচ্চারণ করিলেন। পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চিত ও সুখাসনে উপবিষ্ট তাঁহাদিগের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া ঋষি তাঁহাদের স্তব করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। ঋষি বলিলেন, আপনাদের দর্শনেই কৃতার্থ হইয়াছি, বর চাইনা ; তবে, আপনাদের মায়া দর্শন করিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। নরনারায়ণ 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।—অনন্তর একদা সন্ধ্যাকালে ঐ ঋষি পুষ্পভদ্রা নদীতীরে উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় এক মহা ঝটিকা উত্থিত হইল। বিদ্যুৎযুক্ত মেঘসকল বিপুল বারি বর্ষণ করিতে লাগিল, সমুদ্র সকল পৃথিবীকে গ্রাস করিল, সমস্ত জীবজন্তু অদৃশ্য হইল, কেবল ঐ ঋষি জড় ও অন্ধের ন্যায় স্বীয় জটা বিক্ষেপ করিতে করিতে ঐ জলরাশির উপর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি আকাশ দিক পৃথিবী কিছুই জানিতে পারিলেন না, নিজেকে অপার অন্ধকারে পতিত, বায়ু তরঙ্গ ও জলজন্তুতাড়িত, কখনও শোক কখনও মোহ কখনও ভয় দুঃখ কখনও বা মৃত্যুকর্তৃক গ্রস্তপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, তিনি এক উচ্চস্থানে একটী বটবৃক্ষ দেখিলেন। তাহার একটী শাখায় একটী পত্রপুটে শয়ান মহাপ্রভান্বিত এক শিশু হস্তদ্বারা নিজ চরণ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহা পান করিতেছে এইরূপ

দেখিয়া ঐ শিশুর নিকট গেলেন। ঋষি তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুর শ্বাসপবনে তাড়িত হইয়া তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন, এবং সেখানে নানা অদ্ভুত দৃশ্য ও নরনারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। বালকের শ্বাসবেগে তাহার দেহমধ্য হইতে নিঃসারিত হইয়া ঋষি পুনর্ব্বার সেই ঘোর অর্ণবে নিপতিত হইলেন। শিশু, বটবৃক্ষ, নরনারায়ণ, জলপ্লাবন এবং অন্যান্য সমস্ত উপদ্রব মুহূর্ত্তের মধ্যে তিরোহিত হইল, মার্কণ্ডেয় পূর্ব্ববৎ নিজেকে স্বীয় আশ্রমেই উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। শ্রীহরির রচিত মায়াবৈভব অনুভব করিয়া তিনি সমাহিতচিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। এমন সময় ভগবান্ রুদ্র পার্ব্বতীসহ বৃষভারোহণে আকাশে বিচরণ করিতে করিতে সেই যোগীকে ধ্যানস্থ দেখিতে পাইলেন। পার্ব্বতী বলিলেন, প্রভু, নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অবস্থিত এই মহাযোগীর সিদ্ধি বিধান করুন। শঙ্কর বলিলেন,—

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ কাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥ ১২।১০।৬

—এই ব্রহ্মর্ষি কোন আশিস্ এমন কি মোক্ষও লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, ইনি অব্যয় পুরুষ শ্রীভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়াছেন।

তথাপি, ইঁহার সম্ভাষণ করিব, কারণ,—

অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ॥ ১২।১০।৭

— লোকের সাধুসঙ্গই পরম লাভ।

তাঁহারা নিকটে আসিলেও, সেই ঋষি—

ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ॥ ১২।১০।৯

—সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি রুদ্ধ থাকায় আত্মাকে এবং বিশ্বকেও জানিতে পারিলেন না।

মহাদেব তখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঋষি চমকিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং অবনতমস্তকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, হে বিভু, আপনি ত আত্মভাবে পূর্ণকাম, আপনার কি এমন প্রিয়কার্য্য আছে, যাহা আমি করিতে পারি? শঙ্কর বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি এক, তোমার ন্যায় সাধুদিগকে লোকপালগণ এবং আমরাও বন্দনা করি।—

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো যেঽস্মদ্রূপং ত্রয়ীময়ম্।
বিভ্রত্যাত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ ॥ ১২।১০।২৪,২৫

– যে সকল ব্রাহ্মণ আত্মসমাধি, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও সংযম দ্বারা বেদময় আমাদের রূপ ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি। তোমাদিগের শ্রবণে ও দর্শনেই মহাপাতকীগণ এবং নিকৃষ্টজাতীয়গণও শুদ্ধ হয়, সম্ভাষণাদি দ্বারা যে হয়, তাহার আর কথা কি ?

তুমি বর প্রার্থনা কর। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অহো, ঈশ্বরলীলা দুরধিগম্য, যাহাতে তাঁহারা অধীন ব্যক্তিদিগেরও স্তব করেন। হে ভূমন্, সকলানন্দস্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়াই পূর্ণকাম হইলাম, তথাপি একটী বর প্রার্থনা করি, শ্রীভগবানে ও ভগবৎভক্তবৃন্দে আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে। শঙ্কর 'তাহাই হউক', বলিয়া দেবীর নিকট ঐ ঋষির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

১১ অধ্যায়
বিভূতি

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত, শ্রীপতি নারায়ণ ত চৈতন্য মাত্র, কিন্তু তান্ত্রিকগণ উপাসনাকালে তাঁহার যে যে অঙ্গ ভূষণ অস্ত্রাদির কল্পনা করেন, আমরা সেই ক্রিয়াযোগ জানিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন, গুরুগণকে নমস্কার করিয়া আমি শ্রীভগবানের বিভূতি আপনাদের নিকট বর্ণন করিব।—মায়ানির্ম্মিত চেতনে অধিষ্ঠিত বিরাট মূর্ত্তিতে এই ভুবনত্রয় দৃষ্ট হয়। স্বর্গলোক ইহার মস্তক, সূর্য্য ইহার চক্ষু, যম ইহার ভ্রূদ্বয়, লজ্জা ও লোভ ইহার অধর, জ্যোছনা ইহার দন্ত, বায়ু ইহার নাসা, দিক্ ইহার কর্ণ, লোকপালগণ ইহার বাহু, আকাশ ইহার নাভি, প্রজাপতি ইহার মেঢ্র, পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়, ভ্রম ইহার হাস্য, বৃক্ষসকল রোম, মেঘগণ কেশ, চন্দ্র ইহার মন। ইনি কৌস্তুভরূপে আত্মজ্যোতি, তাহার প্রভারূপে বক্ষস্থলে শ্রীবৎস, বনমালারূপে নানা গুণময়ী মায়া এবং পীতবসনদ্বয় ও ব্রহ্মসূত্ররূপে তিনমাত্রাবিশিষ্ট প্রণব ধারণ করেন। অনন্ত ইহার আসন, সত্ত্বগুণ

ইহার পদ্ম, প্রাণ-তত্ত্ব ইহার গদা, জলতত্ত্ব ইহার শঙ্খ ও তেজতত্ত্ব ইহার সুদর্শন চক্র। নির্ম্মল আকাশ-তত্ত্ব ইহার অসি, তমঃ ইহার চর্ম্ম, কাল শার্ঙ্গধনু, কর্ম্ম তূণ, ইন্দ্রিয়গণ শর, মন ইহার রথ। নানা মুদ্রাদ্বারা ইহার নানা অঙ্গাদির ক্রিয়াকারিতা ভাবনা করিতে হয়। সূর্য্যমণ্ডল এই দেবপূজার স্থান, গুরুদত্ত মন্ত্র-দীক্ষা এই পূজার যোগ্যতা। তাঁহার পূজায় আপনার পাপক্ষয় হয় বলিয়া মনে করিবে। ইনি যে লীলাকমল ধারণ করেন তাহা ইঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যের প্রতীক। ধর্ম্ম ও যশ ইহার চামরব্যজন, বৈকুণ্ঠ ইহার ছত্র, কৈবল্য বা অভয় ইহার গৃহ, বেদত্রয় ইহার গরুড়রূপ বাহন, যজ্ঞ ইহার রূপ। ভগবতী শ্রী ইহার অক্ষয়া শক্তি, নন্দ সুনন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল ইহার অণিমালঘিমাদি গুণ, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ইহার চারিমূর্ত্তি-ব্যূহ বলিয়া কথিত হন। এই ভগবান্ বিষ্ণুই বেদের কর্ত্তা, সর্ব্বস্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা, ইনি স্বীয় মহিমাতে পূর্ণ। ইনি ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে ব্যক্ত হন, ভক্তগণ আত্মরূপে ইঁহাকে লাভ করেন।— হে কৃষ্ণ, হে অর্জ্জুন-সখা, হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, হে পৃথিবীদ্রোহী রাজন্যবংশধ্বংসকারী, হে অক্ষীণবীর্য্য, হে গোবিন্দ, হে গোপবনিতা-ও-ভৃত্যগণকর্ত্তৃকগীতকীর্ত্তি, হে শ্রবণমঙ্গল, ভৃত্যগণকে রক্ষা কর!

[অতঃপর, মাসে মাসে সূর্য্যের যে যে পৃথক পৃথক নানা মূর্ত্তিব্যূহ সপ্ত সংখ্যায় উদিত হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।]

১২ অধ্যায়

সূচ

[এই অধ্যায়ের ১-৪৫ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহের আবৃত্তি করা হইয়াছে।]

সূত বলিলেন, ঋষিগণ, আপনাদের জিজ্ঞাসামত শ্রীভগবানের লীলাবতার কর্ম্ম সকলের কীর্ত্তন করিলাম।

পতিতঃ স্খলিতশ্চার্ত্তঃ ক্ষুত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥
সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥১২।১২।৪৭-৫০

—পতিত, স্খলিত, আর্ত্ত, ক্ষুধায় কাতর হইয়াও যদি কেহ 'হরয়ে নমঃ' এই বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে বা প্রবলবায়ু যেমন মেঘকে বিদূরিত করে, সেইরূপ শ্রীহরি চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া মানবের সকল দুঃখ নিঃশেষে দূর করেন। যে কথায় শ্রীভগবানের প্রসঙ্গ নাই, তাহা মিথ্যা ও অসৎ। সেই কথাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহাই পুণ্য, যাহাতে ভগবদ্গুণসকলের প্রসঙ্গ আছে। তাহাই রমণীয় রুচির ও নিত্য নব, তাহাই মনের চিরন্তন মহোৎসব, তাহাই মানবের শোকসমুদ্র শোষণ করে, যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশ গীত হয়।

যে বাক্য জগৎপবিত্রকারী শ্রীহরির যশ প্রচার করে না, তাহা মনোহর পদবিন্যাসযুক্ত হইলেও কাকতীর্থতুল্য, জ্ঞানীরা তাহা সেবা করেন না। অচ্যুত যেখানে, অমলচিত্ত সাধুগণও সেখানে। সেই বাক্যই বাক্য, যাহাতে জনগণের পাপ নাশ করে, যার প্রতি শ্লোকে সেই অনন্তের যশোঽঙ্কিত নামসকল অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। তাহাই সাধুরা শ্রবণ কীর্ত্তন ও গান করেন। সন্ন্যাস বা অচ্যুতভাব কি নির্ম্মল ভক্তিভাব-বিবর্জ্জিত জ্ঞানযোগ বা সর্ব্বোত্তম কর্ম্মযোগও নিষ্ফল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আচারসমূহ প্রতিপালনে বা তপস্যায় কি বেদাদি অধ্যয়নে যে পরিশ্রম, তাহা কেবল যশ ও সম্পদ লাভের নিমিত্ত, উহাতে পুরুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শ্রীধরের গুণানুবাদ শ্রবণ ও আদরাদি দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে যে অচল স্মরণ-মনন ভাবের উদ্ভব হয়, তাহাই জীবের পরমপুরুষার্থ। উহা সকল অশুভ নাশ করে, সকল অমঙ্গল ধ্বংস করে, চিত্ত শুদ্ধ করে, বিজ্ঞান, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও পরমাত্মভক্তির উদ্রেক করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা পরম সৌভাগ্যবান্ যে অখিলের আত্মা-স্বরূপ দেবদেব সর্ব্বেশ্বর সেই নারায়ণে নিরন্তর আবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার ভজনা করিতেছেন।—

নৃপতি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন-সভায় ঋষিগণের সমক্ষে পরম ঋষি শুকদেবের মুখে যে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলাম, আপনারা আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া ধন্য করিলেন। কলিমলহন্তা অখিলেশ শ্রীহরি এই ভাগবতগ্রন্থের প্রতিপদে স্পষ্টতঃ বা প্রসঙ্গক্রমে গীত হইয়াছেন। যে অচ্যুতের স্তব ব্রহ্মা শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবগণও গান করিয়া শেষ করিতে পারেন না, যিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ, স্বীয় আত্মাতেই যাঁহার আলয়, উপলব্ধিমাত্র যাঁহার স্বরূপ, সেই সনাতন সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি। যিনি আত্মসুখেই পূর্ণচিত্ত, অন্য কিছুতেই যাঁহার রতি নাই, যিনি স্ব-তন্ত্র, শ্রীভগবানের রুচির লীলায় আবিষ্টচিত্ত, যে ঋষি তত্ত্ব-প্রদীপস্বরূপ এই পুরাণসংহিতাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিলপাপনাশন ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করি।

১৩ অধ্যায়

সূত, পুরাণসমূহ

সূত বলিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহাকে দিব্য স্তোত্র দ্বারা স্তব করেন, বেদ ও উপনিষদ যাঁহাকে গান করেন, যোগিগণ যাঁহাকে দর্শন করেন, যাঁহার অন্ত কোথায় কেহ জানে না, সেই পরম দেবতাকে নমস্কার করি। শ্রীভগবানের নিঃশ্বসিত বায়ু আপনাদিগকে পালন করুন।

পুরাণসমূহের শ্লোকসংখ্যা এইরূপ। ব্রহ্ম ১০ হাজার, পদ্ম ৫৫ হাজার, বিষ্ণু ২৩ হাজার, শিব ২৪ হাজার, নারদ ২৫ হাজার, মার্কণ্ডেয় ৯ হাজার, অগ্নি ১৫৪০০, ভবিষ্য ১৪৫০০, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ১৮ হাজার, লিঙ্গ ১১ হাজার, বরাহ ২৪ হাজার, স্কন্দ ৮১১০০, বামন ১০ হাজার, কূর্ম্ম ১৭ হাজার, মৎস্য ১৪ হাজার, গরুড় ১৯ হাজার, ব্রহ্মাণ্ড ১২ হাজার, শ্রীমদ্ভাগবত ১৮ হাজার—মোট ৪ লক্ষ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ সর্ব্ববেদান্তের সার, অমৃতের সাগর। এই অমৃত যিনি পান করিয়াছেন, তাঁহার অন্য কিছুতেই আর মতি হয় না। ইহাতে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সকলই নিহিত আছে। যিনি এই

অতুলনীয় জ্ঞানপ্রদীপ স্বীয় নাভিপদ্মশায়ী ব্রহ্মার নিকট প্রকাশিত করেন এবং পরে ব্রহ্মারূপে নারদের নিকট, নারদরূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে রাজা পরীক্ষিতের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ নির্ম্মল বিশোক অমৃতময় পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।—

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদযোস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথ ত্বং নো যতঃ প্রভো॥
নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ ১২।-৩।২২

—হে দেবেশ, জন্মে জন্মে যাহাতে তোমার পদে ভক্তি জন্মে তাহা কর, তুমিই আমাদের নাথ। যাঁহার নামকীর্ত্তন সকল পাপ নষ্ট করে, সেই দুঃখহারী পরম শ্রীহরিকে নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ সমাপ্ত

॥ হরি ও ॥